প্র কা শ না র ৮২ ব ছ র
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৫ ২৫ সেপ্টেম্বর - ১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

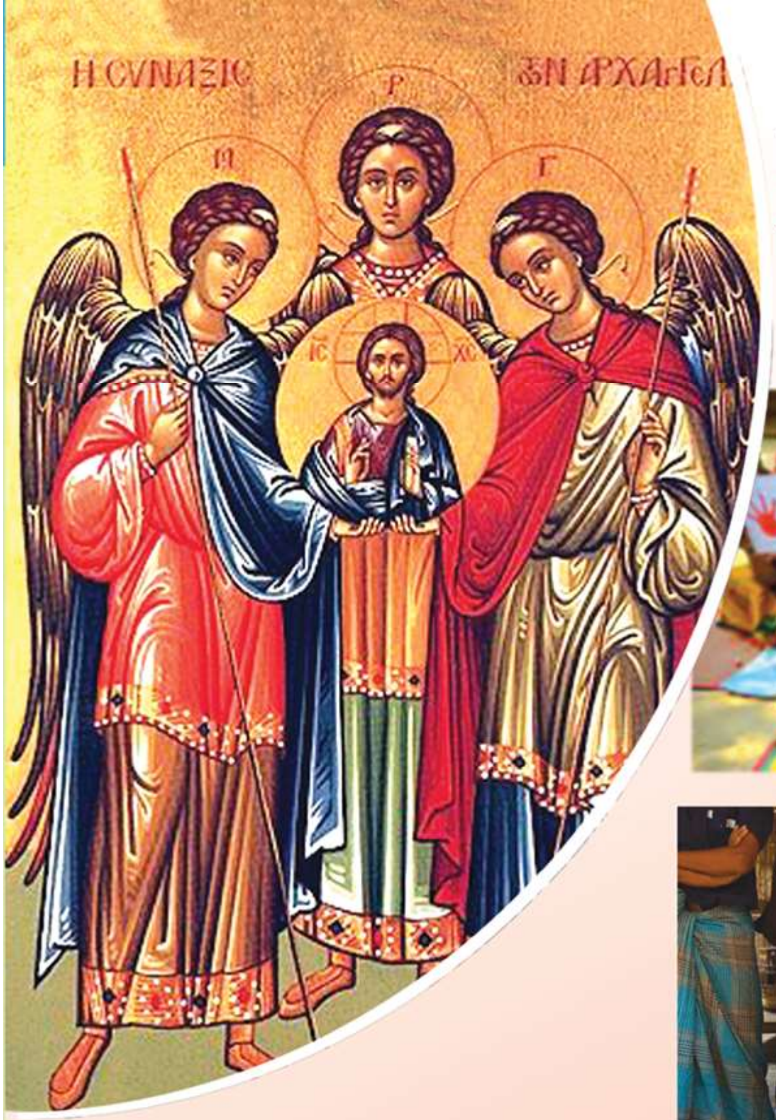

মহাদূতগণের মহাপর্ব: গাব্রিয়েল, মিখায়েল এবং রাফায়েল

বিশেষ সংখ্যা

বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস

অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি সাড়াদান

ভাওয়ালবাসী সব সময়ই অভিবাসী

সৃষ্টির কণ্ঠস্বর শুনি : জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে

১৪ বছরের সময়ান্তে............

যোসেফিন বীণা কোড়াইয়া (বীণাদি)

নতুন কোড়াইয়া বাড়ি, হাসনাবাদ

জন্ম : ১৮ মে, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

"দু'দিনের এই পান্থবাসে
কিসের আশায় আছিস মিশে
বেলা শেষে খেলা ফেলে
যেতে হবে যে ওপার"

হ্যাঁ, বেলা শেষে খেলা শেষ করে 'বীণাদি' ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন ১৪ বছর হয়ে গেলো। স্বপ্ন, আশা আর প্রতীক্ষা আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে, স্বপ্ন দেখে, আশায় বুক বাধে আর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলে। কিন্তু আমরা?

'বীণাদি'-একটি নাম, একটি সোনালী অতীত, একটি সত্তা - যে সত্তাটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মিশে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের মাঝে। ২০০৮ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এই দীর্ঘ ১৪ বছরে আমরা তোমাকে একদিনের জন্যও ভুলতে পারিনি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, আমাদের কর্মপথ, আমাদের জীবনপ্রবাহের প্রতিটি ধাপে তোমার পদচারণা আমরা অনুভব করি। কিন্তু তুমি কোথায়?

ভগবানকে বলি, যদি তোমাকে তিনি নিয়েই যাবেন তাহলে তোমাকে তিনি কেনইবা পাঠালেন? তোমার অসমাপ্ত অনেক কাজই আমরা সমাপ্ত করতে পারিনি। হয়তো তোমার মত কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা জ্ঞান স্রষ্টা আমাদের দেয়নি।

পেশাগত জীবনেও তুমি সফল শিক্ষক। কারণ তোমার হাতে গড়া শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের গণ্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। তারা কেউ তোমাকে ভুলতে পারেনি। আচ্ছা আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে তুমি কেমন আছো? ওখানে ঠাকুরমা, ঠাকুর দাদা, পাপা-মা, পিসিমা-পিসা, নানা-নানু, মাসী-মেসো, ভাই-বোন, বান্ধবীরা, আপনজন, তোমার আদরের শাঁখী, রিকি সবাইকে পেয়েছো। আর আমরা এখন তোমার কাছে অনেক-অনেক দূরের মানুষ তাই না?

পরিবারে, সমাজে, ধর্মপল্লীতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই তুমি যে স্থানটি জুড়ে ছিলে তা এখনো শূন্যই রয়ে গেছে। কাজ, জীবন সমস্তই চলমান - শুধু তুমি নেই। জানো, হঠাৎ করে কখনো মনে হয় তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসার আছে, কোন না পাওয়া জিনিসের খোঁজ হয়তো তোমার কাছেই– কিন্তু হায়রে বিধি! ওপারের বাসিন্দাদের কাছে যাওয়া তো কোন সহজ বিষয় নয়। ভিন্ন পৃথিবী, ভিন্ন পথ-সম্পূর্ণ ভিন্নতায় পরিপূর্ণ তোমার গন্তব্য।

তোমার সাথে আবার কবে আমাদের দেখা হবে জানি না। তারপরও আশা থেকে যায়, স্বপ্ন দেখে যাই, অপেক্ষার প্রহর গুণে চলি তোমার সান্নিধ্য পাবো এই প্রত্যাশায়।

তোমারই আদরের –

রবেন-জেরী, ডেমিয়েন-রেমা, জ্যাকি-কণা, রেমন্ড-খ্রীষ্টিনা, সঞ্জীব-জেসি, তন্ময়-আঁখি, সৃষ্টি, স্নেহা, অর্ঘ্য, অভয়, জগত ও রেইনার্ড্র

বিজ্ঞ/২৭৫/২২

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৩৫
২৫ - সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১০ - আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিবাসী ও শরণার্থীদের পাশে থাকা

অনেক আগে থেকেই অভিবাসন ও শরণার্থী একটি বৈশ্বিক সমস্যা। যুগে যুগে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বাভাবিক ভাবেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়েছে এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে। পবিত্র বাইবেলে অভিবাসনের বেশকিছু ঘটনার কথা বলা আছে। বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে ভিন দেশে গেলেন, দুর্ভিক্ষের কারণে ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল সন্তানেরা মিশরে আশ্রয় নিয়ে দাসত্ব বরণ করলেন। প্রতিশ্রুত দেশে পৌঁছবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পথে পথে উদ্বাস্তু জীবন কাটালেন আর যিশু নিজেও নিষ্ঠুর রাজা হেরোদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে তাঁর জন্মের পর মা বাবার সঙ্গে মিশরে অভিবাসী হয়েছিলেন। একই ধারায় বর্তমান সময়েও অভিবাসী ও শরণার্থীরা বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পন্থায় নির্যাতন এবং শোষণ-শাসনের শিকার হচ্ছেন। তাই অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করার জন্যই প্রতিবছর ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস পালন করার জন্য বিশ্বমণ্ডলীকে আহ্বান করা হয়। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে এ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে: **অভিবাসী ও শরণার্থীদের সাথে নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ি’**। অভিবাসী, শরণার্থী, দীন-দরিদ্র তথা প্রান্তিকজনদের প্রতি পোপ ফ্রান্সিসের বিশেষ মনোযোগ সারাবিশ্ব অবলোকন করছে। এ বছরের অভিবাসী দিবসের বাণীর মধ্যদিয়ে তিনি অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি আরো সংবেদনশীল, মনোযোগী ও দায়িত্বশীল হবার আহ্বান রাখেন। একই সাথে নিজেদের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে তাদের (অভিবাসী-শরণার্থী) সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তাদেরকে উন্নয়নের সহযোগী করতে পরামর্শ দেন।

বর্তমানের করোনা ও যুদ্ধকালীন সময়ে অভিবাসন ও শরণার্থী ইস্যু বিশ্বকে নাজুক অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। একসময়ে যে-ই অধিবাসীদের গ্রহণ ও তাদের সক্ষমতা ব্যবহার করে বিশ্বের অনেক দেশ উন্নত হয়েছে তারাই আজ অভিবাসী ও শরণার্থীদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছে। অভিবাসীদের কাউকে কাউকে গ্রহণ করলেও শরণার্থীদের বড় বোঝা হিসেবে মনে করছে। ফলশ্রুতিতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অনেক নিরীহ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধ পথে ও পন্থায় পার্শ্ববর্তী তথাকথিত নিরাপদ দেশে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। এই প্রান্তিকজনদেরকে আপনজন ভেবে গ্রহণ করার অনুরোধ করেন পোপ ফ্রান্সিস। কেননা তারা তাদের জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতা দিয়ে গৃহীত দেশগুলোকে উন্নত করতে পারবে। তাই তারা যেদেশে আশ্রয় চায় সেদেশে যদি তাদের স্বাগত জানানো হয়, সুরক্ষা দেওয়া হয়, সংবর্ধিত করা হয় এবং বিভিন্ন কাজে সংযুক্ত করা হয় তাহলে তারা অবশ্যই সম্পদে পরিণত হবে। ব্যবসায়িক বা আদর্শিক কারণে যদি শুধুমাত্র গ্রহণ করা হয় এবং কোন যত্ন নেওয়া না হয়, তাহলে তারা অবশ্যই দেশের জন্য বোঝা হবে।

আমাদের দেশের মত অনেক গরীব দেশের মানুষেরা উন্নত ও নিরাপদ জীবনের লক্ষ্যে অভিবাসী হয় এবং এক শ্রেণির মানুষ মনুষ্য ও প্রকৃতি সৃষ্ট সংকট-দুর্যোগের কারণে শরণার্থী হয়। জীবনকে বাঁচানো ও উন্নতকরণের জন্যই তারা তা করেন। বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিবাসিত হবার সুযোগ খুঁজে, ঠিক একইভাবে অন্যদেশের মানুষ বাংলাদেশে অভিবাসিত হতে চাইলে সুযোগ দেবার বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের গ্রহণ ও আশ্রয় দিয়ে মানবতার যে উদাহরণ বাংলাদেশ স্থাপন করেছে তার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া দরকার। একইসাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিক্ষাপ্রদানের কাজটিও অব্যাহত রাখতে হবে যাতে করে তারা কোনভাবেই দেশদ্রোহী, জঙ্গিবাদী ও মাদকের কারবারিতে জড়িত হতে না পারে। আর এজন্য বিভিন্ন এনজিও ও সরকারী সংস্থাগুলোকে তাদের পাশে থাকতে হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, জমির সহজ প্রাপ্যতা ও অবকাঠামোগত বিভিন্নতার কারণে কোন কোন স্থান বা শহর অনেকেরই আকাঙ্খিত থাকে। ফলশ্রুতিতে ঘটতে থাকে আভ্যন্তরীণ অভিবাসন। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এই অভিবাসনের চিত্র খুব স্পষ্ট। নদীভাঙ্গণের কারণে মালিকান্দার মানুষ চলে যায় আঠারোগ্রাম ও ভাওয়ালে, দিয়াঙ্গার মানুষ সরে পড়ে অন্যত্র, বিক্রমপুর ও লরিকুলের খ্রিস্টানেরা চলে যায় পার্শ্ববর্তী নিরাপদ অঞ্চলে, ভাওয়াল থেকে চলে যায় নাটোরে, ময়মনসিংহ থেকে আসতে থাকে ঢাকা-চট্টগ্রামে। এমনিভাবে আভ্যন্তরীণ অভিবাসন চলমান রয়েছে। বিভিন্ন শহর ও উপশহরে অভিবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছে। জীবনের প্রয়োজন মেটাতে অনেকেই ধর্মপল্লী বা পালকীয় সেবাঞ্চলের বাইরে রয়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের জন্য মাণ্ডলীক বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। যত্নদানের সাথে সাথে অভিবাসীদেরকে ধর্মপল্লীর কাজে জড়িত করতে হবে। আর এতে করে তারা সমাজ উন্নয়নে তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারবে। †

আব্রাহাম বললেন: ‘মনে রেখো, পুত্র, জীবনে তুমি তো সুখের সব-কিছুই পেয়েছিলে আর লাজার পেয়েছিল দুঃখেরই সব-কিছু। এখন কিন্তু সে এখানে সান্ত্বনাই পাচ্ছে আর তুমি ভুগছ যন্ত্রণায়।
- *(লুক:১৬:২৫)*

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

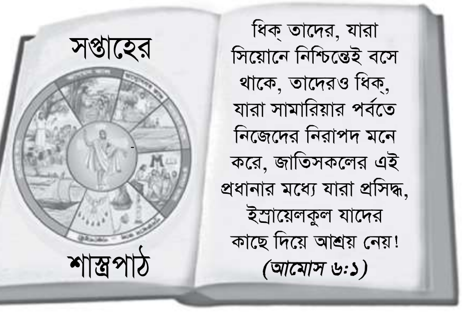

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৫ সেপ্টেম্বর - ১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার
আমোস ৬: ১, ৪-৭, সাম ১৪৬: ৭-১০, ১ তিম ৬: ১১-১৬, লুক ১৬: ১৯-৩১

২৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার
সাধু কসমাস ও দামিয়ান, সাক্ষ্যমর
যোব ১: ৬-২২, সাম ১৭: ১-৩, ৬-৭, লুক ৯: ৪৬-৫০

২৭ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক-এর স্মরণ দিবস
যোব ৩: ১-৩, ১১-১৭, ২০-২৩, সাম ৮৮: ১-৭, লুক ৯: ৫১-৫৬
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
১ করি ১: ২৬-৩১, সাম ১১২: ১-৯, মথি ৯: ৩৫-৩৮

২৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার
যোব ৯: ১-১২, ১৪-১৬, সাম ৮৮: ৯-১৪, লুক ৯: ৫৭-৬২

২৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল, মহাদূতগণ
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান হতে:
দানি ৭: ৯-১০, ১৩-১৪, (বিকল্প: প্রত্যা ১২: ৭-১২), সাম ১৩৮: ১-৫, যোহন ১: ৪৭-৫১

৩০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
সাধু যেরোম, যাজক ও আচার্য
যোব ৩৮: ১, ১১-২১; ৪০: ৩-৫, সাম ১৩৯: ১-৩, ৭-১০, ১৩-১৪, লুক ১০: ১৩-১৬
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
২ তিম ৩: ১৪-১৭, সাম ১১৯: ৯-১৪, মথি ১৩: ৪৭-৫২ (বিকল্প: লুক ২৪: ৪৪-৪৯)

১ অক্টোবর, শনিবার
শিশু যীশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
যোব ৪২: ১-৩, ৫-৬৬, ১২-১৭, সাম ১১৯: ৬৬, ৭১, ৭৫, ৯১, ১২৫, ১৩০, লুক ১০: ১৭-২৪
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
ইসা ৬৬: ১০-১৪গ (বিকল্প: ১ করি: ২৬-৩১), সাম ১৩১: ১-৩, মথি ১৮: ১-৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার
+ ২০০০ সিস্টার এনরিকেত্তা মত্তা এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ সিস্টার থিওডোরা মিরিন্ডা এসসি (খুলনা)
+ ২০০৪ সিস্টার যোসেফ ওরর বয়েলিয় সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৯ সিস্টার মৃণালিনী রেমা সিএসসি (ঢাকা)

২৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার
+ ১৯৭২ সিস্টার এম. এনি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯৯ সিস্টার আরতি রোজারিও এসসি (রাজশাহী)
+ ২০১৬ ফাদার জন যদু রায় (রাজশাহী)

২৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার
+ ১৯৭৪ ফাদার এত্তোরে বেল্লিনাতো পিমে (দিনাজপুর)
+১৯৮২ ব্রাদার বার্টিন যোসেফ করমিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম. ভিক্টোরিয়া আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৯ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ২০০৫ ফাদার পিয়েত্রো এদ্‌মন্দো লামান্না এসএক্স (খুলনা)

৩০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
+ ২০০০ সিস্টার এম. ফ্রান্সিলিয়া ম্যাগী সিএসসি

১ অক্টোবর, শনিবার
+ ২০২১ সিস্টার মেরী ফ্রান্সিস্কা এসএমআরএ (ঢাকা)

দারিদ্র দূরীকরণ প্রসঙ্গে সমবায়ী কিছুকথা

শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি সমাজের দারিদ্র দূরীকরণ চিন্তাভাবনায় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা প্রতিষ্ঠা করেন। সড়কপথে আকস্মিক দূর্ঘটনায় অকাল মৃত্যুতে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বিগত ৫০ বছরে ক্রেডিট ইউনিয়নের বদৌলতে খ্রিস্টভক্তদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলেও ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষার অভাবে অভাবী মানুষের তেমন উন্নতি হয়নি। ফলে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে হতাশায় ভুগছে। It is a Created Problem. তাই বলে নিরাশ হলে চলবে না, কেননা বীরযোদ্ধা রবার্ট ব্রুশ বলেছেন, "একবার না পারিলে দেখ শতবার"।

সমবায় নীতিমালা অনুসারে "আয় বুঝে ব্যয় কর"। উদাহরণ: পারিবারিক আয় থেকে প্রতিমাসে কমপক্ষে শতকরা ১০% ভাগ সেভিংস একাউন্ট এ জমা রেখে বাকি টাকায় কষ্টকরে হলেও হিসেব করে মাসিক ব্যয় করায় অভ্যস্ত হলে পারিবারিক "দারিদ্র দূরীকরণ" সম্ভব। কেননা সমবায় আন্দোলন এবং চর্চা ছাড়া দারিদ্র দূরীকরণের বিকল্প নাই।

মানুষ সাধারণত লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে অবৈধ উপার্জন এবং বিলাসিতা জীবন যাপনে (অসুস্থ) মানসিক দারিদ্রতায় ভুগছে, যা খুবই দুঃখজনক। খ্রিস্টভক্ত হিসেবে এই ধরনের মানসিকতা থেকে আরোগ্যলাভে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা, মণ্ডলীর আজ্ঞাসমূহ প্রার্থনা এবং নিয়মিত চর্চায় (মানসিক) "দারিদ্র দূরীকরণ" সহায়ক হবে বিশ্বাস করি।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের কোন কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু একটু ত্যাগস্বীকার করা। লক্ষ্যণীয়: ধর্মপল্লী, উপ-ধর্মপল্লী এমনকি গ্রামেও বর্তমানে ক্রেডিট ইউনিয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সংঘ ও কল্যাণ সমিতি স্থাপিত হওয়া খুবই শুভ লক্ষণ। "প্রতিবেশিকে ভালোবাস" কথাটি মূল্যায়নে সংঘ-সমিতি পরিচালক মণ্ডলীর নিকট বিশেষ অনুরোধ, আসুন প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার এলাকায় বসবাসকারী অভাবী মানুষদের সাথে আলোচনায় বসি। করজোড়ে হাত উচিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে "কেমন আছেন" জানতে চেষ্টা করি। কুশলাদি বিনিময়ে পত্রিকায় বিভিন্ন সংস্থার কর্মী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির খবর প্রচারে সমাজের "দারিদ্র দূরীকরণ" সহায়ক হবে।

প্রতিটি ধর্মপল্লীর ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, কাটেখিস্ট এবং শিক্ষকদের নিকট অনুরোধ, এলাকার যুবক-যুবতীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষা ও জ্ঞানদানে অদূর ভবিষ্যতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গড়ে উঠবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, হবে সার্বিক উন্নয়ন। ফলে সমাজের "দারিদ্র দূরীকরণ" সহজ হবে।

পিটার পল গমেজ
সমবায় মাঠকর্মী

নিউটন ও, সরকার সিএসসি

সাধারণকালের ২৬ তম রবিবার

প্রথম পাঠ: আমোস ৬: ১, ৪-৭ পদ
দ্বিতীয় পাঠ: ১ তিমথি ৬: ১১ -১৬ পদ
মঙ্গলসমাচার: লুক ১৬: ১৯-৩১ পদ

আজকের মঙ্গলসমাচারে যিশু ‘ধনী ব্যক্তি ও লাজার’-এর উপমা কাহিনী ব্যক্ত করেছেন। ধনী ব্যক্তির ছিল আমোদ-প্রমোদ, পার্থিব আনন্দের জীবন ও উদাসীনতার মনোভাব এবং লাজারের ছিল দুঃখের জীবন। যিশু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আহ্বান করছেন যাতে করে আমরা উদাসীনতার দেয়াল ভেঙ্গে বের হয়ে আসতে পারি। আজ একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পারি, ভালবাসার বিপরীত শব্দ শুধু ঘৃণাই নয়, উদাসীনতাও একটি বিশেষ স্থান দখল করে থাকে আমাদের জীবনে। প্রত্যেকদিন আমাদের জীবনে, হয়তো বা ঘরে, রাস্তায়, বাসে বা ট্রেনে অনেক অভাবী মানুষকে দেখি। আবার দেখেও না দেখার ভান করি বা মনে করি কিছুই হয়নি। এই কিছুই হয়নি এবং না দেখার ভান, আমাদের জীবনকে ধীরে ধীরে আজকের মঙ্গলসমাচারের ধনী মানুষের মত করে তুলতে পারে।

আজকের প্রথম পাঠে প্রবক্তা আমোস ইস্রায়েল জাতির কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের স্মরণ করিয়ে দেন, ‘সিয়োনে আজ যারা নিশ্চিন্তে বসে রয়েছ, নিজেদের খাটে গা ছড়িয়ে পুষ্ট মেষশাবক ও বাছুরগুলোকে এনে খাচ্ছ, জোর গলায় আনন্দের গান করছ, বড় বড় পাত্রে আঙ্গুররস পান করছ, সবচেয়ে দামী এবং সুগন্ধিময় তেল দেহে লেপন করছ, যারা যোসেফের দুর্দশার জন্য চিন্তাও করছ না তাদের সকলেরই আনন্দের দিন শেষ হবে’ এবং তাদেরকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই দিন অতিবাহিত করতে হবে। বাংলায় একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে, “দিন থাকতে বাঁধে আল, তবে খায় নানা শাল” অর্থাৎ যারা সময় থাকতে কাজ করে তাদের অসুবিধায় পড়তে হয় না। ইস্রায়েলের মানুষেরা অনেকেই আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত ছিল, ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের নৈতিক জীবনের অবক্ষয় তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মঙ্গলময় ঈশ্বর থেকে। আমাদের জীবনের কিছু কিছু কাজও ইস্রায়েলীয়দের মত হতে পারে বা ইতিমধ্যে হয়েছেও। আমরা আজ নিশ্চিন্ত, উদাসীন। আমরা হয়তো অনেকে ব্যস্ত আমাদের কাজ নিয়ে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটিয়ে, অন্যের সমালোচনা করে এবং আমরা উদাসীন ঈশ্বরের সাথে কিছু সময় কাটাতে এবং অভাবী মানুষদের দেখে না দেখার ভান করে।

দ্বিতীয় পাঠে প্রেরিতদূত পল স্নেহতুল্য সন্তান তিমথিকে ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠতা এবং কোমলতাকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বলছেন। বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন করে, অনন্ত জীবনের জয় যা যিশুখ্রিস্টের মধ্যে বিদ্যমান তাঁকেই অনুসরণ করতে বলছেন। আমাদের জীবনে সংকটময় সময় তখনই আসে, যখন আমরা জগতের মূল্যবোধকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলি এবং খ্রিস্টীয় মূল্যবোধকে গুরুত্বহীন মনে করি। সাধু পল তিমথির কাছে পত্রের মধ্য দিয়ে শুধু তিমথিকে নয় আজ আমাদেরও আহ্বান করছেন আমরাও যেন প্রকৃত ভালবাসা, কোমলতা ও ধর্মনিষ্ঠার পথে চলি এবং সকলকে ভালবেসে খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠি।

আজকের মঙ্গলসমাচারে যিশু ‘ধনী ব্যক্তি ও লাজার’-এর উপমা কাহিনী ব্যক্ত করেছেন। আমরাও সেই ধনী ব্যক্তির মতো; বিভিন্ন ধরনের উপহার, দক্ষতা, প্রতিপত্তি ও সম্পদ লাভ করেছি, তবে আমরা তা লাভ করেছি এগুলোকে লালন এবং খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে ব্যবহার করার জন্য। আমরা কিভাবে এবং কোন পথে এগুলো ব্যবহার করছি তার উপরেই নির্ভর করছে মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব: স্বর্গের শান্তিপূর্ণ স্থানে অথবা নরকের সেই চিরন্তন যন্ত্রণার স্থানে। যিশু ধনী ব্যক্তির নাম এখানে উল্লেখ করেননি, হয়তো বা তিনি চাননি তার নামটি স্মরণীয় হয়ে থাকুক (মন্দ প্রেক্ষাপটে)। ধনী ব্যক্তি হয়তো তার নাম স্মরণীয় করে রাখতে তার বাড়ীতে বা খামার বাড়ীতে নাম লিখিয়েছিল যেহেতু সে জগতিক দৃষ্টিতে ধনী এবং সম্মানীয় ব্যক্তি ছিল। অন্যদিকে আমরা জানতে পারি সেই হতদরিদ্র, রোগাক্লিষ্ট লাজারের নাম যার কোন সম্পদই ছিল না। ধনী ব্যক্তি আমোদ-প্রমোদের জীবন পছন্দ করতো, দামী পোশাক পরতো এবং ঘটা করে ভোজের আয়োজন করতো। তার টেবিলে থাকতো বিভিন্ন ধরণের খাবার ও ফলমূল যা টাকা দিয়েই ক্রয় করা যায়। ধনী হওয়া বা দামী কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়ানো এবং বিভিন্ন দামী খাবার খাওয়া কোন পাপ নয়। যিশু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান, এগুলো যদি অন্যের কল্যাণেই না হয় বিশেষ করে চোখের সামনে পড়ে থাকা অভাবী মানুষের জন্য, তবে সেটাই হবে আমাদের মারাত্মক ভুল ও পাপ। যাদের প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি আছে তাদের প্রতি যিশুর সতর্কতা এই যে, এগুলো বড় ধরণের বিপদ ডেকে আনতে পারে, এগুলো হতে পারে লোভ ও অহংকারের কারণ, ইন্দ্রিয়ের আনন্দ, ঈশ্বরকে ও অভাবী মানুষকে সর্বোপরি পরকালের কথা ভুলে থাকার কারণ। লাজারকে খেতে না দেওয়া ধনী ব্যক্তির পাপ নয় বরং তার প্রতি উদাসীন থাকাই তার পাপ। ধনী ব্যক্তি কখনো লাজারকে খাওয়ানোর বা বাড়ির পেছনে কোন এক জায়গায় থাকার ব্যবস্থাও নেয়নি। আমরা কাউকে নির্যাতন করছি না বা করো ক্ষতি করছি না এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় বরং আমাদের জবাবদিহি করতে হবে ঈশ্বরের অসংখ্য দানের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা দরিদ্র ও অভাবী মানুষকে সেবা করতে পেরেছি, না পারিনি।

লাজার এবং ধনী ব্যক্তি দু’জনেরই মৃত্যু হল। মৃত্যু সবার জীবনেই আসবে, হোক সে রাজা, ধনী, প্রজা বা গরীব। সবাইকে একদিন মাটির সাথে মিশে যেতে হবে। লাজার আগে মৃত্যুবরণ করল। জগতের দৃষ্টিতে মনে হয় তাকে হয়তো কোন জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে, তাকে সমাধি দেওয়ার জন্য লোকের সমাগম হবে না এবং তার স্মরণে কোন ভাল কথাও বলা হবে না। কিন্তু যিশুর উপমায় দেখা গেল অন্য এক রূপ। মানুষ কিন্তু তাকে সমাধি দেয়নি, তাকে স্বর্গদূতেরা বহন করে আব্রাহামের কোলের কাছে নিয়ে গেল। হতদরিদ্র লাজার যে কিনা ধনীর বাড়ির খাবার ঘরে খাওয়া তো দূরের কথা ঘরে প্রবেশ করার সুযোগই পায়নি, সে এখন শাশ্বত রাজ্যের ভোজসভায় আব্রাহামের পাশেই আসন পেয়েছে। ধনী ব্যক্তি মৃত্যুর পর নিজেকে আবিষ্কার করে নরকে। তার জীবন এখন যন্ত্রণায় ভরপুর। জগতে থাকতে সে লাজারকে দয়া করেনি, এখন নরকে তাকে কোন দয়া দেখানো হয়নি।

আজ আমাদের বিশাল অট্টালিকা ও প্রশস্ত রাজপথ রয়েছে, কিন্তু আমাদের ধৈর্য হলো কম এবং দৃষ্টিভঙ্গি হলো ক্ষীণ। আমরা আমোদ-প্রমোদের জন্য অনেক সময় ব্যয় করি কিন্তু প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পাই না। আমাদের আছে অনেক বড় বাড়ি কিন্তু ক্ষুদ্র পরিবার; ঘরে অনেক রুম থাকলেও হৃদয়ে জায়গার অভাব; আমাদের জ্ঞান অনেক তবে বিচার-বিবেচনার বোধশক্তি কম; ঔষুধের অভাব না থাকলেও আছে সুস্বাস্থ্যের অভাব এবং আমরা চাঁদে পৌঁছালেও রাস্তা পেরিয়ে প্রতিবেশির সাথে সাক্ষাৎ করা কষ্টসাধ্য মনে হয়। পৃথিবীর বাইরের জগতে প্রবেশ করলেও আমরা আমাদের হৃদয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে পারছি না; আমাদের আয়-রোজগার বাড়লেও মূল্যবোধ বাড়ছে না; আমাদের স্বাধীনতা সীমাহীন হলেও প্রকৃত আনন্দ নেই। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বর্তমান জগতের উদাসীনতা লক্ষ্য করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, খ্রিস্ট আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেন সমব্যথী হতে, উৎসাহহীন, উদাসীন মানুষ হতে নয়।

আজকের বাণীপাঠ গুলো বিশেষ করে মঙ্গলসমাচার আহ্বান করে আমরা যেন আমাদের চোখ খোলা রাখি আমাদের চারপাশে সম্পর্কে সজাগ থাকি, বিশেষ করে দরজার পাশে পড়ে থাকা মানুষের প্রয়োজনে, যারা ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র। তাদের এ অবস্থার জন্য আমরা দায়ী নাও হতে পারি, জগতের এ ধরণের সমস্যা সৃষ্টি নাও করতে পারি কিন্তু এর সমাধানের একটা অংশ তো আমরা হতে পারি। ফকির লালন শাহ্ বলেন,

“বাড়ির কাছে আরশীনগর
সেথা এক পড়শী বসত করে
একঘর পড়শী বসত করে
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।”

আসুন পরম পিতার কাছে নিজেদের জন্য ও পরস্পরের জন্য অনুনয় করি, তিনি যেন আমাদের আশীর্বাদ করেন যাতে করে আমরা দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাঁদেরকে যেন ঈশ্বরের সন্তান হিসেবেই দেখতে পারি। আমাদের কাছে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ রয়েছে পরস্পরের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর ও ভালবাসাময় করে তোলার। এভাবেই আমরা পরস্পরের সাহায্যে পাশে দাঁড়িয়ে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে যাত্রা করে একদিন পরম পিতার সাথে মিলিত হতে পারব॥

১০৮তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস উপলক্ষে ঘোষণা পত্র

ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর আহ্বানে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ উদ্‌যাপন করছে "অভিবাসী ও শরণার্থীদের জন্য ১০৮তম বিশ্ব প্রার্থনা দিবস।" এবছর প্রতিপাদ্য বিষয় হল- **"অভিবাসী ও শরণার্থীদের সাথে নিয়ে ভবিষৎ গড়ি"** (Building the Future with Migrants and Refugees)। দিবসটি পালনে সকলের মাঝে একটি বিশিষ্ট সর্বজনীন আধ্যাত্মিক প্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। মানবজাতির প্রতি প্রভু যিশুখ্রিস্টের ভালবাসার শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর সাথে একাত্মতায় অভিবাসী, শরণার্থী, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী, মানবপাচার ও জলবায়ু বিষয়ে 'ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন-সিবিসিবি বিগত বছরে কর্মশালা, সেমিনার, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত শ্রমিক সমাবেশ, প্রার্থনা সভা, পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও আলোচনা সভা আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর আটটি ধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধাভাজন আর্চবিশপ মহোদয়, বিশপগণ, পুরোহিত, ধর্মসংঘের প্রতিনিধি, যুবক-যুবতী, সেমিনারীয়ান, পেশাজীবী, কাথলিক গণমাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত শ্রমিক ও সমাজকর্মীগণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে নিমন্ত্রিত ছিলেন। কর্মসূচিসমূহের উদ্দেশ্য ছিল- অভিবাসী ও শরণার্থী বিষয়ক সেবাকাজের অভিজ্ঞতা সহভাগিতার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, সমন্বিত (ডাইওসিস, কমিশন, স্কুল, প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কারিতাস এবং অন্যান্য সংগঠন) উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মণ্ডলীতে পালকীয় যত্ন আরো বেগবান করা।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী যারা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ যেমন-বন্যা, নদীভাঙ্গন, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলবায়ু পরিবর্তনসহ কর্মসংস্থান, শিক্ষা গ্রহণ, আবাদযোগ্য জমির অপ্রাপ্যতা, মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাসসহ বিভিন্ন কারণে তাদের পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছে। অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী তাদের আদিনিবাস ছেড়ে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর যাত্রাপথে ও গন্তব্যে পৌঁছানোর পর যে অমানবিক দুর্দশা ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে সে বিষয়ে আমরা অবগত হয়েছি। তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ও পারিবারিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। বিপরীত দিকে গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে অভিবাসীদের প্রতি আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘাটতি রয়েছে এবং প্রতিবেশি সুলভ আচরণ করতে এবং তাদের বিপদ-আপদে সহায়তার হাত বাড়াতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করি, যা মানুষ হিসেবে তাদের প্রাপ্য সম্মান ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

যিশু যেমন বলেছেন, "তুমি তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতই ভালবাসবে।" যিশুর অনুসারী হিসেবে আমাদেরকেও সকল প্রতিবেশির প্রতি মনোযোগী ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের দেশ আজ দরিদ্রতম দেশ থেকে মাঝারি আয়ের দেশে উপনিত হয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছরের মধ্যে এমন যুগান্তকারী রূপান্তর সম্ভব হয়েছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ এবং দেশ গড়ার প্রেরণা এবং সংহতিবোধ থেকে। আমাদের সম্মিলিত এই জীবনবোধ থেকেই দেশের অভ্যন্তরীণ অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও মানবাধিকার সম্পর্কে আরো যত্নশীল হতে হবে। শুধু তাই-ই নয়, কর্মশালায় আমরা আরো জেনেছি কুতুপালং ক্যাম্প, উখিয়া, কক্সবাজারে অবস্থানরত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্দশা ও তাদের সংগ্রাম। আমরা দেখেছি জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক কারিতাস পরিবারের সহায়তায় বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী ও এর সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশ, সামাজিক সংগঠন, সংঘ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কীভাবে তাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসী জনগোষ্ঠীর নিরাপদ আবাসন সমস্যা, স্বল্প ও নিম্ন আয়ের কর্মজীবীদের দীর্ঘ কর্মঘন্টা, অসুস্থতায় ছুটি না পাওয়া, অন্যায্য মজুরী, কর্মজীবী বাবা-মায়ের সন্তানের সুরক্ষার অভাব, মাদকাসক্তি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কের দূরত্ব, সর্বোপরি নতুন 'বসতি সমাজ' ব্যবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার অনবরত চাপ তারা অনুভব করে। এসব কিছু মিলিয়ে নতুন গন্তব্যে অভিবাসীদের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অভিবাসীরা তাদের গন্তব্যে পরিচিতজনদের সাথে বা নিজ এলাকার লোকদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি প্রস্তুত করে। তথাপি গন্তব্য স্থানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান বা সামাজিক নেটওয়ার্ক তাতে অভিবাসীদের প্রবেশ খুব সীমিত। ফলে, বৃহত্তর সমাজের অংশ হতে তাদের দীর্ঘ সময় লেগে যায়, অথবা তারা বৃহত্তর সমাজের অংশ হতে পারেন না।

আমরা প্রত্যয় করি যে, স্থায়ী নিবাসী ও অভিবাসী সবাইকে নিয়েই আমাদের সমাজ। যারা স্থায়ী নিবাসী তাদের জীবন পরিক্রমা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাদের পূর্বপুরুষরাও কোন না কোন সময় অভিবাসী ছিলেন এবং তারাও বিভিন্ন সময় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন ও তা মোকাবেলা করেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহামও পিতা ঈশ্বরের নির্দেশে মিশরে গমন করেছিলেন। নাজারেথের পবিত্র পরিবার সাথে স্বয়ং যিশুখ্রিস্টও অভিবাসী পরিবারের সদস্য। আদিপুস্তক ও মঙ্গলবাণীর বিশ্বাসের আলোকে আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের চারটি করণীয় নির্দেশনা স্মরণ করি। সমসাময়িক কালের অভিবাসনের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে নিবিড় সমন্বয় ও কার্যকরী সাড়াদানের ক্ষেত্রে এ চারটি করণীয় হল-স্বাগত জানানো, সুরক্ষা দেয়া, সংবর্ধিত করা ও সংযুক্ত করা। পোপ মহোদয় আমাদের স্মরণে রাখতে বলেছেন, "তোমরা নিশ্চিত হতে পারো যে, সকল কর্মের পেছনে যে শ্রম, তাতে অবশ্যই মণ্ডলীর অংশগ্রহণ আছে।" (Pope Francis, Address to Participants in the International Forum on Migration and Peace, 21 February 2017)

আমরা অঙ্গীকার করছি যে, খ্রিস্টমণ্ডলী হিসেবে প্রভু যিশুখ্রিস্টের শিক্ষা অনুসরণ করে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব। আমরা অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুতদের সমস্যা ও প্রয়োজনগুলো উপলব্ধি করব, প্রতিবেশি হিসেবে তাদের গ্রহণ করব, তাদের ভালবাসব ও তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করব। ঈশ্বরের সৃষ্টির সেরা হিসেবে আমরা আমাদের হৃদয় ও মনকে পিতা পরমেশ্বরের ভালবাসায় পূর্ণ করি ও সেই ভালবাসা সমাজের সকলের মাঝে বিস্তার করি।

সংহতিতে,

বিশপ জের্ভাস রোজারিও
সভাপতি, শান্তি ও ন্যায্যতা বিষয়ক বিশপীয় কমিশন, বাংলাদেশ
২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ

ফাদার ড. লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি
সেক্রেটারি, শান্তি ও ন্যায্যতা বিষয়ক বিশপীয় কমিশন,বাংলাদেশ
২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ

অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি সাড়াদান
পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর বিশটি পালকীয় কর্মনির্দেশনা

ফাদার ড. লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর আহ্বানে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ উদ্‌যাপন করছে "১০৮তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস।" এবছর প্রতিপাদ্য বিষয় হল- **"অভিবাসী ও শরণার্থীদের সাথে নিয়ে ভবিষৎ গড়ি"** (Building the Future with Migrants and Refugees)। দিবসটি পালনে সকলের মাঝে একটি বিশিষ্ট সর্বজনীন আধ্যাত্মিক প্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। মানবজাতির প্রতি প্রভু যিশুখ্রিস্টের ভালবাসার শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর সাথে একাত্মতায় অভিবাসী, শরণার্থী, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী ও মানবপাচার প্রতিরোধে 'ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন সিবিসিবি' দিবসটি উদ্‌যাপন করবে। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর আটটি ধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধাভাজন আর্চবিশপ মহোদয়, বিশপগণ, পুরোহিত, ধর্মসংঘ, যুবক-যুবতী, সেমিনারীয়ান, পেশাজীবী, কাথলিক গণমাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, সমাজকর্মীগণকে অভিবাসী ও শরণার্থী বিষয়ক সেবাকাজের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সমন্বিত (ডায়োসিস, কমিশন, স্কুল, প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কারিতাস এবং অন্যান্য সংগঠন) উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মণ্ডলীতে পালকীয় যত্ন আরো বেগবান করতে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশে অভিবাসী, শরণার্থী, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী, মানবপাচার ও জলবায়ু পরিবর্তন ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সম্মিলিতভাবে প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, আলোচনা ও দলগত কর্ম-পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করা হচ্ছে। আদিপুস্তক ও মঙ্গলবাণীর বিশ্বাসের আলোকে আমরা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের চারটি করণীয় নির্দেশনা স্মরণ করি। সমসাময়িক কালের অভিবাসনের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে নিবিড় সমন্বয় ও কার্যকরী সাড়াদানের ক্ষেত্রে এ চারটি করণীয় হল-**স্বাগত জানানো, সুরক্ষা দেয়া, সংবর্ধিত করা ও সংযুক্ত করা**। পোপ মহোদয় আমাদের স্মরণে রাখতে বলেছেন, "তোমরা নিশ্চিত হতে পারো যে, সকল কর্মের পেছনে যে শ্রম, তাতে অবশ্যই মণ্ডলীর অংশগ্রহণ আছে" (Pope Francis, Address to Participants in the International Forum on Migration and Peace, 21 February 2017)। অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি সাড়াদানে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর বিশটি পালকীয় কর্মনির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে।

ক) স্বাগত জানানো: অভিবাসী ও শরণার্থীদের নিরাপদ ও বৈধ প্রবেশ পথ উত্তরোত্তর বাড়ছে। দেশত্যাগের সিদ্ধান্তটি স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি দেশের সংশ্লিষ্ট আইনকে সম্মান করে অভিবাসন সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় হওয়া আবশ্যক। আর এর জন্য নিচের বিষয়গুলোর বিবেচনা করতে হবে।

১. যৌথভাবে অথবা স্বেচ্ছাচারীভাবে অভিবাসী ও শরণার্থীদের বিতাড়ন এড়ানো আবশ্যক। উদ্বাস্তুদের বহিষ্কার না করার নীতিসমূহ সর্বদা সম্মান করা আবশ্যক; অভিবাসন ও শরণার্থীদের এমন দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না যা অনিরাপদ মনে করা হয়। সার্বিক মূল্যায়নে একটি দেশ সাধারণ নিরাপদ ভূমি মনে হলেও তার চেয়ে বরং প্রত্যেকজন ব্যক্তির স্বতন্ত্র কার্যকর নিরাপত্তার বিষয়টি এই নীতির ভিত্তি হতে হবে। নিরাপদ দেশসমূহের গতানুগতিক কর্মক্রিয়া প্রায়ই বিশেষ বিশেষ শরণার্থীদের প্রকৃত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়; শরণার্থীদের অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে বিবেচিত হতে হবে।

২. নিরাপদ এবং স্বেচ্ছা অভিবাসন বা পরিস্থাপনের বৈধ প্রবেশ পথ বহুবিকল্প হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য- আরো মানবকল্যাণ ভিসা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষানবিশদের ভিসা, পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসা (অন্তর্ভুক্ত থাকবে ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নাতী-নাতনী) এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে সংঘর্ষের শিকার ব্যক্তিদের জন্য অস্থায়ী ভিসা অনুমোদন করতে হবে; সর্বাধিক আক্রমণ বা অরক্ষিতদের জন্য মানবকল্যাণ করিডোর সৃষ্টি করতে হবে; এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রণোদনা বা ব্যয়ভার গ্রহণের ব্যবস্থা করে, তাদের সাময়িক সুযোগ-সুবিধার প্রতি মনোযোগ দেয়ার চেয়ে বরং সমাজের মাঝে শরণার্থীদের পরিস্থাপন বা পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩. অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের অবিভেদ্য অধিকারের প্রতি গভীরতর সম্মানের ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তির নিরাপত্তার মূল্যটি জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে সঠিকভাবে সমন্বয় হতে হবে। এই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে- সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত রক্ষীবাহিনী প্রতিনিধিদের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে; অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের আইনি সহায়তাসহ মৌলিক সেবার ব্যবস্থা করে; যুদ্ধ ও সংঘাতে পলাতকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে; এবং যারা অনাধিকারভাবে দেশে প্রবেশ করেছে তাদের বন্দীদশার বিকল্প সমাধান সন্ধান করার মাধ্যমে।

খ) সুরক্ষা দেয়া: অভিবাসী ও শরণার্থীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বিশেষ সম্মান নিয়ে তাদের মর্যাদা ও ন্যায্যতা এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের বহুমাত্রিক বিষয় বিবেচনায় রেখে অভিবাসী ইস্যুতে মণ্ডলী অনবরত সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছে। সকল অধিকারের মৌলিক বিষয় হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার, যা ব্যক্তির বৈধ অবস্থানের উপর নির্ভর করে না। আর এর জন্য নিচের বিষয়গুলোর বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক।

৪. অভিবাসীদের তাদের আদিভূমিতে সুরক্ষিত করা আবশ্যক। প্রস্থানের পূর্বে এই সব দেশের কর্তৃপক্ষকে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করা উচিত, এটা নিশ্চিত করা অবশ্যক যে প্রতিটি অভিবাসন প্রণালী বৈধভাবে প্রত্যায়িত করা হয়েছে, প্রবাসীদের জন্য একটি সরকারি বিভাগ স্থাপন করা উচিত; এবং বিদেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে স্বদেশী নাগরিকদের সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদান করা অবশ্যক।

৫. শোষণ, জোরপূর্বক শ্রম ও মানব পাচার প্রতিরোধ করার জন্য আশ্রয়দাতা দেশসমূহকে অভিবাসীদের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব যদি কর্মচারীদের নথিপত্র আটকিয়ে রাখা থেকে নিয়োগ কর্তারা বিরত থাকে, সমস্ত অভিবাসীদের ন্যায্যতা নিশ্চিত করে, স্বাধীন মৌলিক বৈধতা ও অবস্থানের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে, সকল অভিবাসী যেন একটি ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাব খুলতে পারে তা নিশ্চিত করে, সকল কর্মীদের ন্যূনতম মজুরী ব্যবস্থা এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার মজুরী প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৬. অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীরাদের তাদের নিজস্ব কল্যাণ এবং তাদের সমাজের উন্নতির জন্য নিজেদের দক্ষতা এবং সক্ষমতা অর্জন করার সুযোগ থাকা আবশ্যক। দেশের ভিতরে স্বাধীন চলাফেরা এবং বিদেশে কাজ সমাপ্ত করে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে তা করা সম্ভব, যোগাযোগের মাধ্যমসমূহে পর্যাপ্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করে, আশ্রয়

প্রার্থীদের সমন্বিতকরণে স্থানীয় সমাজকে জড়িত করা, এবং যারা নিজ দেশে ফিরে যেতে পছন্দ করে তাদের জন্য পেশাদার এবং সামাজিক পুনর্মিলনের প্রোগ্রাম ব্যবস্থা করা।

৭. অভিভাবকহীন নাবালক অথবা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নাবালকদের অসহায়ত্বের বিষয়াদি আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার কনভেনশনের বিধানাবলি অনুযায়ী প্রতিপালন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে হলে যেসকল নাবালক অভিবাসী অবৈধভাবে একটি দেশে প্রবেশ করে তাদেরকে আটকাদেশ প্রদানের বিকল্প সমাধান খুজঁতে হবে, অভিভাবকহীন অথবা বিচ্ছিন্ন হওয়া নাবালকদের সাময়িক জিম্মায় অথবা দত্তক পরিবারে যাবার সুযোগ প্রদান করতে হবে; এবং নাবালক, প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিবারসমূহ সনাক্তকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য আলাদা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৮. সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসীকে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী সুরক্ষা দিতে হবে। এ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে বাধ্যতামূলক জন্মনিবন্ধন এবং কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসী যেন প্রাপ্তবয়স্ক হলে অবৈধ না হয় তা নিশ্চিত করা ও তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. আশ্রয়দাতা দেশের নাগরিকদের সমতুল্য মান অনুযায়ী সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীদেরকে তাদের আইনগত অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. আইনগত অবস্থান নির্বিশেষে সকল অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের স্বাস্থ্য অধিকার ও মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় অবসর সুবিধাদি প্রদান ও অপর কোনো দেশে স্থানান্তরের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১১. নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও ঘোষণাদি অনুযায়ী আভিবাসীগণের কখনোই জাতিচ্যুত অথবা রাষ্ট্রহীন হওয়া উচিত নয় এবং জন্মের সাথে সাথেই একটি শিশুর নাগরিকত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত।

গ) সংবর্ধিত করা : অভিবাসী ও শরণার্থীদের সমন্বিত মানব উন্নয়ন প্রতিপালন করা মণ্ডলী অনবরত স্থানীয় বসবাসকারীদের সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের জন্য সমন্বিত মানব উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছে। দেশসমূহে তাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। আর এর জন্য নিচের বিষয়গুলোর বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

১২. উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, বিশেষায়ন কোর্স বা প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশির সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং অর্জিত যোগ্যতার সুমূল্যায়নের মাধ্যমে আশ্রয়দাতা দেশসমূহ অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের দক্ষতার মূল্যায়ন ও উন্নয়ন করা উচিত।

১৩. স্থানীয় সমাজে অভিবাসী, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের সামাজিক ও পেশাগত অন্তর্ভুক্তকরণ ও অংশগ্রহণকে সমর্থন দেওয়া উচিত। তাদের চলাচলের স্বাধীনতা ও ইচ্ছানুসারে বসবাসের অধিকারকে সমর্থন করতে হবে, তাদের ভাষার গোড়াপত্তনে তথ্য প্রদান, ভাষার উপর ক্লাস প্রদান ও স্থানীয় রীতি-নীতি এবং সংস্কৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং অভিবাসী, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের কাজ করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

১৪. স্বাধীনভাবে বৈধ মর্যাদায় পরিবারের কল্যাণ ও সমস্বয়তাকে সর্বদা সংরক্ষণ ও উত্তরণ করা উচিত। এই লক্ষ্যটি অর্জন করার জন্য বৃহত্তর পরিবারের পুনর্মিলন (দাদা-দাদী, নাতী-নতনী ও সহোদরদের), পুনর্মিলিত পরিবারের সদস্যদের কাজের অনুমতি প্রদান, হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের সন্ধান করার পদক্ষেপ গ্রহণ, সংখ্যালঘুদের শোষণকে মোকাবেলা এবং যদি কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় তাদের কাজ যেন তাদের স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার অধিকারকে প্রতিকূলভাবে আঘাত না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. অভিবাসী, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের ও যাদের বিশেষ সাহায্য সহযোগিতার দরকার তাদের সাথে অন্যান্য নাগরিকদের মতোই ব্যবহার করা আবশ্যক, অক্ষম ও দুঃস্থদের সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং বিচ্ছিন্ন অথবা ছিন্নমূল দুঃস্থ সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. সশস্ত্র যুদ্ধের ভয়ে পলাতক লোকজন যে দেশে শরণার্থী ও অভিবাসী রূপে আসে, সেই দেশে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও মানবকল্যাণ সহায়ক তহবিল বৃদ্ধি করার উচিত যাতে স্থানীয় জনসংখ্যা ও নতুন করে আশ্রিতদের চাহিদা পূরণ করা যায়। এই লক্ষ্য অর্জন করা জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও স্থাপনায় অর্থায়ন করতে হবে, আশ্রয়দাতা দেশসমূহের শিক্ষা ও সামাজিক যত্ন, এবং স্থানীয় দুর্দশাগ্রস্ত, দুঃস্থ পরিবারে আর্থিক সহায়তা ও সহযোগিতার প্রোগ্রাম করা যেতে পারে।

১৭. অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চার আইনগত স্বীকৃতির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ঘ) সংযুক্ত করা: স্থানীয় সমাজের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ ভিন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এদেশে আশ্রিত শরণার্থীরাও সমৃদ্ধির অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে যা উভয় সম্প্রদায়কেই সমানভাবে লাভবান করতে পারে। দু'টি ভিন্ন সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ যদি পারস্পরিক সমঝোতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহভাগিতা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মন নিয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলেই বৃহত্তর উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর এর জন্য নিচের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যকীয়।

১৮. সমন্বিতকরণে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া হলো পরস্পর মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান যা উভয়ের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও উন্নততর করতে সহায়তা করে। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ একটি সহজ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু সকল আশ্রয়প্রার্থীদের দ্রুততম সময়ে নাগরিকত্ব প্রদানের একটি নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে একটি দেশে গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে আইনগত বৈধতা প্রদান ও এককালীন ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে যেন শরণার্থীরা স্বাধীনভাবে আর্থিক চাহিদা পূরণ ও ভাষাগত জ্ঞান (৫০ বছরের উর্ধ্বে) অর্জনে সক্ষম হয়; সাথে সাথে পারিবারিক পুনর্মিলনে সহায়তা পেতে পারে।

১৯. অভিবাসী, আশ্রয়প্রাথী এবং শরণার্থীদের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা ও প্রয়োজনীয় মানসিক সমর্থন দান অত্যাবশ্যক। এর জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ জরুরি। এরূপ কর্মসূচির মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়, শিক্ষণীয় ও চেতনা উদ্রেককারী বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়নে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরা ইত্যাদি। এছাড়াও শরণার্থীদের জন্য সরকারি বিভিন্ন ঘোষণা, প্রজ্ঞাপন ও নীতিমালাগুলো তাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে পড়ে শোনানো ও প্রচার করা যাতে তারা সঠিক আচরণে সক্ষম হয়।

২০. অমানবিক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য যারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে এবং পরবর্তী সময় নিঃস্ব শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে তাদের যথাযথ তালিকাভুক্তি প্রয়োজন যেন তাদের স্বদেশে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়। আর এটা করতে গেলে শরণার্থীদের সাময়িক সহায়তা তহবিল বৃদ্ধি করতে হবে, তাদের নিজ দেশে ঘরবাড়ি ও আবাসস্থল নির্মাণ বা মেরামত করতে হবে, অন্যদেশে অর্জিত শিক্ষা এবং পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং ফিরে আসা কর্মীদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিজ দেশে কাজে নিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে॥ ৯০

ভাওয়ালবাসী সব সময়ই অভিবাসী

সাগর কোড়াইয়া

ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর আহ্বানে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ উদ্‌যাপন করছে “অভিবাসী ও শরণার্থীদের জন্য ১০৮তম বিশ্ব প্রার্থনা দিবস।” এবছর প্রতিপাদ্য বিষয় হল- **“অভিবাসী ও শরণার্থীদের সাথে নিয়ে ভবিষৎ গড়ি”** (Building the Future with Migrants and Refugees)। দিবসটি কেন্দ্র করে পোপ মহোদয়ের বাণীর আলোকে ভাওয়াল অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অভিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর কিছু বিষয় আলোকপাত করা হলো।

ভাওয়াল অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত। ভাওয়াল রাজার কার্যক্রম এবং ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা এতে আরো অনুষদ যুক্ত করেছে। ভাওয়াল রাজাকে নিয়ে ঐতিহাসিক মতবিরোধ দেখা যায়। রমেন্দ্রনারায়ন রায় ছিলেন গাজীপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ির জমিদার বংশের রাজকুমার। তথ্যানুযায়ী ভাওয়াল রাজবাড়ি প্রায় ৫৭৯ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে যেখানে প্রায় ৫ লাখ প্রজা বাস করতো। তিন ভাই মিলে এই জমিদারী দেখাশোনা করতেন। রমেন্দ্রনারায়ন ভাইদের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয়। অধিকাংশ সময় তিনি শিকার, আনন্দ-ফূর্তি করে এবং নারী সংসর্গে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। ১905 খ্রিস্টাব্দে রমেন্দ্রনারায়ন যৌন সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিকিৎসা করানোর জন্য দার্জিলিংয়ে গমন করেন। সেখানে ৭ মে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে প্রশ্ন ওঠে, মে মাসের ৮ তারিখে আদৌ কি রমেন্দ্রনারায়নের মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে! প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, ঐ সময় হঠাৎ শিলাবৃষ্টি দাহ কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। দাহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা শিলাবৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য অনত্র আশ্রয় নিলে মৃতদেহ গায়েব হয়ে যায়।

পরবর্তীতে রমেন্দ্রনারায়নকে জীবিত দেখা গেছে বলে শোনা যেতে থাকে। ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সর্বাঙ্গে ছাইমাখা এক সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। তিনি রাস্তায় চার মাস বসে থাকেন। বলা শুরু হয় যে, এই সন্ন্যাসী রমেন্দ্রনারায়ন। তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন। রমেন্দ্রনারায়নের বোন জ্যোতির্ময়ী এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে বিশ্বাস করেন যে, রমেন্দ্রনারায়ন সন্ন্যাসী হিসাবে বেঁচে আছেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল স্থানীয় ব্যক্তিরা এই সন্ন্যাসীকে হাতিতে করে গাজীপুরের জয়দেবপুরে পাঠিয়ে দেন। সন্ন্যাসী দাবি করেন তিনি দার্জিলিং-এ অসুস্থ হয়ে পড়ার আগের কথা মনে করতে পারেন না। পরবর্তীতে আরো অনেক ঘটনা ঘটে। বিশেষভাবে, ভাওয়াল রাজবাড়ির সম্পত্তির অধিকার চেয়ে সন্ন্যাসীকে অনেকে প্ররোচিত করতে থাকেন। পরিশেষে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ভাওয়াল সন্ন্যাসীর আইনজীবী সম্পত্তির অধিকার চেয়ে মামলা করেন। বিচার কার্য শুরু হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর। ৩০ জুলাই ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিচারকেরা দাবিদারের পক্ষে রায় দেন এবং বিবাদী পক্ষের আপিল নাকচ করে দেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ‘সন্ন্যাসী রাজা’ এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ‘এক যে ছিলো রাজা’ নামে দুটি সিনেমাও তৈরী করা হয়। যদিওবা সিনেমা দুটোতে কাল্পনিকতার মিশেল রয়েছে। লেখার শুরুতে ‘ধান বানতে শিবের গীত’ গাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। তবে ভাওয়াল অঞ্চল, ভাওয়াল রাজা, ভাওয়াল খ্রিস্টানদের উত্থানের ইতিহাসগুলো একই সময়ের দিকে ঘটেছে বলে কোন ঘটনাই কোনটির চেয়ে কম নয়। দোম-আন্তনীর দ্বারা দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করে ভাওয়াল অঞ্চলে দ্রুততর খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে নাগরী হয়ে ওঠে খ্রিস্টানদের প্রাণকেন্দ্র। নাগরীতে অবস্থানরত ফাদারগণ নাগরী জমিদারী তদারকি করতেন। ফলে ভাওয়াল জমিদারীর সাথে নাগরী জমিদারীর যে সংযোগ ছিলো তা অবলীলায় বলে দেওয়া যায়। এটা বলা অত্যুক্তি হবেনা যে, ভাওয়াল জমিদারীতে অনেক খ্রিস্টানগণই হয়তোবা কাজ করেছেন।

মানবজাতির ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলমানের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ বসতি এবং খাদ্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই মানুষ পরিভ্রমণ করতো। তেমনি ভাওয়ালবাসীর রক্তে অভিবাসনের স্পৃহা রয়েছে। ভাওয়ালবাসী কখনোই একস্থানে থাকতে পছন্দ করেনি। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভাওয়াল এলাকায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে খাদ্যান্বেষণ ও ভাগ্যান্বষণে খ্রিস্টানগণ চারিদিকে বেরিয়ে পড়ে। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো কঠিন। ধারণা করা হয় এই সময় অনেকে খাদ্যান্বেষণে সাভার এলাকায় যাতায়াত করতেন। পরবর্তীতে সাভার এলাকায় বসতি গড়তে শুরু করেন। এছাড়াও বর্তমান ভাদুন এলাকা ছিলো তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে উঁচু এবং গৃহপালিত পশুর খাবারের প্রতুলতা ছিলো। বিশেষ করে গরুর খাবার খোঁজার উদ্দেশে এসে অনেকেরই এই স্থান পছন্দ হয়। স্থায়ীভাবে অনেকে বসতিও গড়ে তোলেন।

সমসাময়িক সময়ে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী তুমিলিয়া থেকে পৃথক হলে তখন ধর্মপল্লীর প্রথম পাল-পুরোহিত ছিলেন ফাদার যোয়াকিম দা কস্তা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সময়ে একজন বৃদ্ধ শিক্ষককে অপসারণের জন্য জনগণ চাপ দিলে ফাদার এতে কর্ণপাত করেননি। ফলে একজন স্থানীয় নেতার প্ররোচনায় অনেক পিতা-মাতারা সন্তানদের স্কুলে প্রেরণ থেকে বিরত থাকেন। ফলে বড় ধরণের গোলমালের সৃষ্টি হয়। ফাদার বিদ্রোহী নেতাদের শাস্তিস্বরূপ পবিত্র সংস্কার গ্রহণ থেকে বিরত রাখেন। ফলে অনেকে ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর পালক এনে নতুন ব্যাপ্টিস্ট গির্জার ব্যবস্থা করেন। বিশপ ল্যগ্রাঁ ব্যাপ্টিস্টদেরকে বিরত রাখার জন্য কাথলিক গির্জাটি ব্যবহারের ওপর আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই সময়ে কিছু সংখ্যক ব্যাপ্টিস্ট পরিবার পাবনা জেলার চাটমোহরে এসে বসতি স্থাপন করেন। বর্তমানে উথলী ও লাউতিয়া গ্রামে তাদের বংশধরগণ বসবাস করে আসছেন। ধারণা করা হয় যে, সে সময়েই প্রথম ভাওয়াল থেকে খ্রিস্টানগণ এই এলাকায় আসতে থাকেন। যদিও তারা ক্যাথলিক মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন না। তাই বলা যায়, রাজশাহী এলাকায় প্রথম ভাওয়াল অভিবাসীগণ হচ্ছেন ব্যাপিস্ট মণ্ডলীভুক্ত খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ।

বোর্ণী, বনপাড়া, মথুরাপুর, ফৈলজানা, ভবানীপুর ও ঝড়াগোপালপুর; এই ছয় ধর্মপল্লীর বাঙালি খ্রিস্টভক্তদের পূর্বপুরুষগণ আদি নিবাস গাজীপুরের ভাওয়াল থেকে এসে এখানে বসতি গড়ে তোলেন। সে সময় লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমির স্বল্পতার কারণে অনেক পরিবার তুমিলিয়া ও পরবর্তীতে রাঙ্গামাটিয়া ও নাগরী থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ এবং এই সমসাময়িক সময়েই পাবনা ও নাটোর (তৎকালীন রাজশাহী জেলা) অঞ্চলে এসে নতুন করে বসতি স্থাপন করে। যারা ভাওয়াল থেকে পাবনা ও নাটোরে এসে বসতি গড়ে তোলেন সেই সময় তারা এত সহজে সব কিছু পাননি। তাদের জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। সেই সময়ে খ্রিস্টানদের পাশাপাশি ভাওয়াল থেকে মুসলিম ধর্মের অনেকেই এই এলাকায় এসে বসতি গড়ে তোলেন। তাই এখনো ভাওয়াল থেকে আগত খ্রিস্টান ও মুসলিমদের কথা বলার মধ্যে একই আঞ্চলিক টান লক্ষ্যণীয়।

আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ভাওয়ালবাসী অভিবাসী হয়ে পাবনা ও নাটোরে আসার

প্রাক্কালে আজকের অবস্থা ছিলো না। অজানা এক স্বপ্নকে পুঁজি করে ইস্রায়েল জাতির মতো ভাওয়ালবাসী যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে চলন-বড়ালের অববাহিকায় এসে বসতি গড়ে। ভাওয়ালবাসীর এই যাত্রা ছিলো বিপদসংকুল। একাধারে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বন্যপশুর ভয় আবার অন্যদিকে স্থানীয়দের অবহেলা, নির্যাতন ও গ্রহণীয় মনোভাবের অভাব লক্ষ্যণীয় ছিলো। কিন্তু ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টানগণ কখনো প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠেননি। সে সময়কার একটি ঘটনা; নাগর রোজারিও মথুরাপুর থেকে এসে চলনবিলের নিকটে বোর্ণী ধর্মপল্লীর চামটা গ্রামে বসতি গড়ে তুলেন। পরবর্তীতে তিনি আদগ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু আদগ্রামে চলে আসার পূর্বে তাঁর বাড়িঘর কারা যেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। তিনি কারো প্রতি প্রতিশোধ নেননি। নীরবে সব অত্যাচার সহ্য করেছেন।

স্থানীয়রা খ্রিস্টানদের পরিচয় আগে কখনো পায়নি বিধায় অনেকে খ্রিস্টানদের দেখতে আসতো। অনেকেই খ্রিস্টানদের নিচু জাত বলে মনে করতো। ঘৃণার চোখে দেখতো অনেকেই। নাপিত খ্রিস্টানদের চুল কাটতে চাইতো না। হাটে-বাজারে খ্রিস্টানদের স্থান ছিলো না। বিক্রির উদ্দেশে কেউ কোন কিছু বাজারে নিয়ে গেলে অন্যরা তা ক্রয় করা থেকে বিরত থাকতো। এমনকি চায়ের দোকানে দোকানী চায়ের পেয়ালাতে খ্রিস্টানদের চা পরিবেশন করতো না। বাজারে পানি পান করার জন্য খ্রিস্টানদের আলাদা গ্লাস ব্যবহার করতে হতো। বোর্ণী ধর্মপল্লীর সামনে বয়ে চলা বড়াল নদীতে যখন কোন ব্রীজ ছিলো না তখন খ্রিস্টানদের মাঝিরা নদী পাড় করতে চাইতো না। তাই বাধ্য হয়ে খ্রিস্টানদের নদী পাড়াপারের জন্য একজন খ্রিস্টান মাঝি রাখা হয়েছিলো। বোর্ণী ধর্মপল্লীর রূপকার নমস্য স্বর্গীয় ফাদার কান্তনের ভাষ্যানুযায়ী, "একবার আমি যখন বোর্ণীতে আসার পথে আহম্মদপুরে পিপাসা মিটানোর জন্য একটু জল চাইলাম, তারা আমাকে তাও দিলো না। এ থেকেই বোঝা যায়, স্থানীয় লোকদের কাছে ঢাকা থেকে আগত খ্রিস্টানগণ এক অস্পৃশ্য জাতি ছিলো।"

ভাওয়ালবাসী এখনো পর্যন্ত অভিবাসনের পথে পরিভ্রমণ করছে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ বা তারও আগে থেকে পাবনা ও নাটোরে ভাওয়ালবাসীর অভিবাসনের যে যাত্রা শুরু হয়েছিলো তা আজও বিদ্যমান। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে গাজীপুর ভাওয়াল, পাবনা ও নাটোর থেকে ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টবিশ্বাসীরা সিলেটের চা বাগানের দিকে অভিবাসী হয়েছিলেন। মৌলভীবাজার জেলার কাঁটাবিল, মদনমহনপুর, পাত্রকলার গারোটিলা, হরিণছড়া ও শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে চা বাগানের কোম্পানীর জায়গায় বসতি গড়ে তোলেন। চোখে ছিলো ভাগ্যের পরিবর্তন। চা বাগানে কাজ করে পরিবারের উন্নতি করাই ছিলো লক্ষ্য। তবে সে স্বপ্ন কখনোই পূরণ হয়নি। ভাওয়ালবাসী যেভাবে দলে দলে সিলেটের চা বাগানে গিয়েছিলো ঠিক একইভাবে আবার ফিরে আসে। নতুন করে স্বপ্ন বুনতে শুরু করে। সে সময় আবার অনেকে সিলেটের চা বাগানেই থেকে যান। এখনো পর্যন্ত সিলেটের চা বাগানের আশেপাশে ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টানদের অল্পসংখ্যক বসতি রয়েছে।

ভাওয়াল থেকে বেশ কিছু খ্রিস্টভক্ত বিভিন্ন সময়ে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বালুচরা ধর্মপল্লীর বড়দল গ্রামে এবং নলুয়াকুড়ি উপধর্মপল্লীর পাখিরচালা গ্রামে বসতি গড়েন। খুলনা ধর্মপ্রদেশের ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর চৌগাছা গ্রামে ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টানদের বসতি রয়েছে। এছাড়াও রাজশাহীর বাগানপাড়া ধর্মপল্লীর মহিষবাথান ও দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের সুইহারী ধর্মপল্লীতে বোর্ণী, বনপাড়া ও মথুরাপুর ধর্মপল্লীর ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টানগণ জীবিকার তাগিদে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলেন। অনেকে আবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ইউরোপ মহাদেশসহ অন্যান্য দেশে স্থায়ীভাবে গোড়াপত্তন করেছেন। আনন্দের বিষয় হচ্ছে ভাওয়ালবাসীগণ যেখানেই বসতি গড়েছেন সেখানেই ভাওয়াল কৃষ্টি-সংস্কৃতির ছিঁটেফোটা একটু হলেও ধরে রেখেছেন।

যেকোন অঞ্চলে অভিবাসীতদের জীবনমান উন্নয়নের প্রধান কুশিলব হিসাবে যুবশ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শতবর্ষ পূর্বে ভাওয়াল থেকে আগত পূর্বপুরুষগণ যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা আজ যুবশ্রেণির হাত ধরেই এগিয়ে চলছে। যুবদের মধ্যে সঠিক নেতৃত্ব মনোভাব জাগছে। এক্ষেত্রে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার বাঙালি অধ্যূষিত ধর্মপল্লীগুলো শতভাগ সাফল্য লাভ করতে না পারলেও সাফল্যের মানদণ্ডে বহুদূর এগিয়েছে। সংঘ-সমিতি ও আন্দোলনের মাধ্যমে সঠিক নেতৃত্ব গড়ে উঠছে। ভাওয়ালের জনগণ নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রসরমান। ভাওয়াল থেকে অভিবাসী হওয়া খ্রিস্টানগণ যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই এর চর্চা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। পাবনা ও নাটোরের ভাওয়াল অভিবাসীগণ তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, খাদ্যাভাস, অনুষ্ঠানে ভাওয়ালের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে জীবিত রাখছেন; যদিও কালের আবর্তে অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে।

অভিবাসীদের পরিচয় ঘটে যুবশ্রেণির সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়; বিশেষভাবে যুবশ্রেণির কাজ, অবদান, অর্থনীতির চাকা স্বচ্চলে অংশগ্রহণ অন্যতম। এক্ষেত্রে ভাওয়াল অভিবাসী যুবশ্রেণিকে আরো প্রাণান্তক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যদিওবা এখন অনেক যুবক-যুবতী সরকারী ও বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সাথে অবদান রাখছে। এখনো পর্যন্ত অনেকের মধ্যে কোনভাবে পড়াশুনা করে বাবুর্চি ও ড্রাইভারি চাকুরীতে প্রবেশের মনোভাব লক্ষ্যণীয়। যুবদের মন মানসিকতাকে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এবং বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির উন্নত পদে সেবাদায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। নিজে নিজে কিভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায় এবং কিভাবে ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় সে ব্যাপারে আমাদের যুবশ্রেণিকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। সকল প্রকার অলসতা, বিলাসিতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করে আমাদের যুবরা যেন দিন দিন পেশাগত জীবনের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারে সেজন্য আমাদের সবাইকেই আরো তৎপর ও সচেষ্ট হতে হবে। ভাওয়াল অভিবাসী যুবদের রক্তে সৃষ্টির উন্মাদনা যে তাড়িত করে তা দেখানোর এখনই সময়।

ভাওয়ালবাসীর ভাওয়াল থেকে পাবনা ও নাটোরে অভিবাসনের শতবর্ষ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পালিত হয়েছে। পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাওয়ালবাসীর অভিবাসনের নানাবিধ সাফল্য ও ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে অভিবাসন বিষয়টি যে নতুন নয় তা আরো অনুমেয় হয়। আবার অভিবাসন যে সুখকর কোন ঘটনা বা যাত্রা নয় তাও স্পষ্ট দেখা যায়। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস অভিবাসীদের হৃদয়ের কান্না উপলব্ধি করে বিভিন্ন সময় বক্তব্য, প্রৈরিতিকপত্র, সভা-সেমিনার করছেন। অভিবাসীদের বাসস্থানের জন্য খুলে দিয়েছেন বন্ধ হয়ে যাওয়া কনভেন্ট। এছাড়াও বিশ্বের প্রতিটি দেশেই ন্যায় ও শান্তি কমিশনের উদ্যোগে অভিবাসীদের জন্য কাজ করা হয়। দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে অভিবাসী হয়ে আসা ব্যক্তিদের বিষয়ে মণ্ডলীর হৃদয়ে অনুকম্পা জাগে এবং অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করতে অগ্রসর হয়। ভাওয়ালবাসী সব সময়ই অভিবাসী তবে তা অথর্ব হয়ে থাকার জন্য নয়। যুগে যুগে, কালে কালে ভাওয়ালবাসী অভিবাসীই হোক তবে তা যেন খ্রিস্টকে প্রচারের নিমিত্ত ও সৃষ্টি সুখের উল্লাসে হয়ে উঠে॥ ৯

তথ্য সহায়িকা:

উইকিপিডিয়া, ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল-২০২২
সৃষ্টির কণ্ঠস্বর শুনি: জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করি

অর্পা কুজুর

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার্থে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর (মঙ্গলবার), ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত **সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল** পালন করতে আহ্বান করেছেন। এই কালটি **১ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) সৃষ্টির সেবাযত্নে বিশ্ব প্রার্থনা দিবস** পালনের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং ৪ অক্টোবর আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে। এবছর প্রতিপাদ্য বিষয় হল- **"সৃষ্টির কণ্ঠস্বর শোন"** (Listen to the voice of Creation)। সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালনের সকলের মাঝে একটি বিশিষ্ট সর্বজনীন আধ্যাত্মিক প্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। এসময়ে একত্রে সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা, সৃষ্টির সেবাযত্ন বিষয়ক অনুধ্যান ও সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে একসাথে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল অর্থপূর্ণ করতে আহ্বান করা হয়। পৃথিবীতে কোটি কোটি গ্রহ আছে তার মধ্যে পৃথিবী নামের গ্রহ মাত্র একটি। এই অতীব সুন্দর পৃথিবীতেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির বসবাস। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "একটি মাত্র পৃথিবী (Only One Earth)" এর মূল কথা হচ্ছে মহাবিশ্বে পৃথিবী নামক গ্রহ ছাড়া আমাদের বসবাসের আর কোন জায়গা নেই। তাহলে সবাই বুঝতেই পারি যে পৃথিবী যদি কোন কারণে বা আমাদের আচরণের কারণে বসবাসের অনুপযোগী হতে থাকে তাহলে আমরা কোথায় যাবো? সুতরাং পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখা আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আমাদের এই অতিব সুন্দর ও প্রিয় পৃথিবী তিনটি বড় সমস্যার মধ্যে রয়েছে, তা হলো -১) জলবায়ু পরিবর্তন ২) জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং ৩) দূষণ। বলতে দ্বিধা নেই যে এই তিন সমস্যার মূলে রয়েছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং আমাদের বিবেচনাহীন কর্মকাণ্ডই এই তিন সমস্যার জন্য মূলত দায়ী।

বর্তমান পৃথিবীতে জীব বৈচিত্র্য বিলুপ্তির হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশও এর থেকে কোন অংশেই ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে অনেক ফসল বা ধান বা ডাল বা বিভিন্ন ফল বা সবজি, বিভিন্ন ধরণের গাছপালার সমারোহ ছিল, হরেক রকম মাছ পাওয়া যেত কিংবা বিভিন্ন ধরণের পশুপাখি কিটপতঙ্গ ইত্যাদি দেখা যেত এখন কিন্তু আর সেগুলো নেই। এগুলি ধ্বংস হয়েছে কারণ এসবের বেঁচে থাকার যে পরিবেশ প্রয়োজন সেই পরিবেশ মানুষ উন্নয়নের নামে প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে বানিজ্যের কারণে নষ্ট করেছে। উদাহরস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কীটপতঙ্গ ঘাসে, মাটিতে বা জমিতে বা বনে জঙ্গলে বাস করতো এবং ফল ফসল উৎপাদনে পরাগায়ন ঘটাতে সাহায্য করতো সে কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়ে গেছে মাটিতে পানিতে অতি মাত্রায় রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে। আবার যে সকল মাছ বিল হাওড়, পুকুর, খাল বিল বা নদীতে, জলাশয় ছিল সেখানে বাধ বা বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করে মাছের অভয়াশ্রমকে ধ্বংস করে করা হয়েছেন এভাবে মাছের প্রজনন ক্ষেত্রগুলি ধ্বংস এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রায় বিলুপ্ত। এখন যা আমরা বাজারে পাই তা শুধু বানিজ্যিক উৎপাদন মাত্র। এভাবে ধানের এবং ডালের কত না বৈচিত্র্য ছিল এবং গ্রামীণ উৎসবগুলি মজার খিচুড়ি, বিভিন্ন ধরণের পিঠা পায়েস বা মিষ্টি দিয়ে ভরপুর ছিল। আজ কিন্তু তা আর নেই এর একটিই বড় কারণ জীব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি। জীব বৈচিত্র্যের সাথে মানুষের খাদ্য শৃংখল ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান সময় থেকে দশ বা পনের বছর আগে যে প্রজাতিগুলি নষ্ট হয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে, যে প্রাণি বা জীব জন্তুকে আমরা আর কোনভাবেই ফিরে পাবো না তাকেই প্রজাতির বিলুপ্তি বা জীব বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি বলা যেতে পারে। জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়ার কারণে আমাদেরসহ সকল প্রাণির খাদ্য শৃংখল ভেঙ্গে যাচ্ছে, উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে যদি প্রাকৃতিক খাদ্য শৃংখল ভেঙ্গে যায় তাহলে শুধু বাংলাদেশ নয় গোটা পৃথিবীই মহাবিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। খুব সচেতন ভাবে আমাদের জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য কাজ করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, আবাসস্থল ধ্বংস, অতিআহরণ সর্বোপরি ফুল পাতা, মাছ, গাছ, পশুপাখি, জীবজন্তুসহ প্রকৃতির সকল কিছুকে বানিজ্যিক মূল্যায়ন জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির অন্যমত কারণ। জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য আমরা নিম্নলিখিত করণীয় ও বর্জনীয় সমুহ অনুসরণ করতে পারি।

করণীয়

- জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষায় সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা এবং তা কঠোরভাবে কার্যকর করা।
- পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন কার্যক্রম মেনে চলা
- জীববৈচিত্র্যের প্রজাতির সংখ্যার উপর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরী করা
- জীববৈচিত্র্য বান্ধব প্রজন্ম তৈরী করা
- মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ ঘটানোর প্রবনতা পরিত্যাগ করা
- সবার মধ্যে জীববৈচিত্র্য রক্ষার সচেতন মানসিকতা তৈরি করা

বর্জণীয়

- গাছ কাটা বা বন উজাড়
- প্লাস্টিক ব্যবহার
- পশু পাখি শিকার
- নদীনালা ভরাট
- রাসায়নিক সার ব্যবহার
- উন্নয়নের নামে কৃষিজমি ব্যবহার, নদীতে বাঁধ নির্মাণ
- প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র বা অভয়াশ্রমে বিচরণ ও গমনাগমন

আমরা কেউই প্রকৃতির বাইরে নই। আমরা প্রকৃতির অংশ এবং প্রকৃতির মধ্যেই বাস করি। আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল দেশের জলজ ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্র হুমকির সম্মুখিন। জীববৈচিত্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দেশের মাটি ও পানি কোনটিই ভাল নেই। মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আমাদের নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য সুন্দর প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন তা যদি আমাদেরই অবহেলার কারণে, অসৎ আচরণের কারণে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আমরা অবধারিতভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হবো। তাই আসুন আমরা আমাদের প্রিয় পৃথিবী ও মাতৃভূমিকে সুসংরক্ষিত করি। জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করি॥

মহাদূতগণের মহাপর্ব: গাব্রিয়েল, মিখায়েল এবং রাফায়েল

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা

প্রতি বছরই মাতামণ্ডলী সেপ্টেম্বর ২৯ তারিখ পালন করেন মহাদূত গাব্রিয়েল, মিখায়েল এবং রাফায়েলের মহাপর্ব। স্বর্গীয় দূতবৃন্দের অস্তিত্ব একটি বিশ্বাসীয় সত্য। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা অনুসারে- আত্মিক নিরাকার সত্তার অস্তিত্ব যা পবিত্র শাস্ত্রে স্বভাবত: "স্বর্গদূত" নামে পরিচিত তা হল একটি বিশ্বাসের সত্য। পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্য পরম্পরাগত শিক্ষার ঐক্যমতের মতো সুস্পষ্ট। সাধু আগস্টিন বলেন, "দূত" হ'ল তাদের কর্মদায়িত্বের নাম, তাদের প্রকৃতির নাম নয়। যদি তুমি তাদের প্রকৃতির নাম খোঁজ, তবে তারা আত্মা, যদি তুমি তাদের কর্মদায়িত্বের নাম খোঁজ তবে তা হ'ল "দূত": তারা কে? "আত্মা"। তাদের সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে তারা হলেন পরমেশ্বরের সেবক এবং বার্তাবাহক। পবিত্র মঙ্গলসমাচারে আমরা লক্ষ্য করি, যিশু বলেন, যেহেতু তারা "স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন, তারা হলেন 'মহাশক্তিধর', যারা তার বাণীর স্বর শোনামাত্র তাঁর আদেশ মেনে চলে।"

সাধারণ অর্থে দূত মানে হল বার্তাবাহক যারা বার্তা বহন করে এবং যাকে বা যাদেরকে বিশেষ কাজে প্রেরণ করা হয়। কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস অনুসারে আমরা তিন ধরনের দূতের কথা জানি: মহাদূত, রক্ষীদূত এবং দূত। তাদের নাম দেয়া হয়েছে তাদের কর্মদায়িত্বের গুরুত্বানুসারে যা তারা পালন করে। খ্রিস্ট হলেন দূতজগতের কেন্দ্র। তারা হলেন তাঁর দূত; মানবপুত্র যখন তাঁর সকল দূতকে সঙ্গে করে নিজের গৌরবে আসবেন, তখন তিনি নিজের গৌরবময় সিংহাসনে আসন নিবেন..."। তারা তাঁর অধীন, কারণ তারা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন তারই দ্বারা এবং তাঁরই জন্যে: কারণ স্বর্গোলোকে ও পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে- উর্ধ্বলোকের যত সিংহাসন, যত প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব- সবই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।

মহাদূতগণ হলেন সেই সকল আত্মা যাদেরকে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হয়। মহাদূতগণের নাম যখন ইংরেজিতে লক্ষ্য করি তখন দেখি যে, Michael, Gabriel and Raphael, তিনজনের নামের শেষেই el রয়েছে, যা বাইবেলের পুরাতন নিয়মে Elohim বুঝায়, যার অর্থ সদাপ্রভু, ঈশ্বর। সেই কারণে আমরা জানি যে, Michael (means who is like God) মানে হল যিনি ঈশ্বরের মত। Gabriel (means God is my strength) মানে হল ঈশ্বর আমার শক্তি। Raphael (means God has healed or God heals) মানে হল ঈশ্বর সুস্থ করেছেন বা নিরাময় করেন।

আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, মণ্ডলীর গোটা জীবনে স্বর্গদূতগণের রহস্যময় ও শক্তিশালী সহায়তা বিদ্যমান। খ্রিস্টমণ্ডলী তার উপাসনায় স্বর্গদূতগণের সাথে ত্রিপুণ্যাধিশ ঈশ্বরের আরাধনা করে। তাদের সহায়তা যাচ্না করে। আমরা সকলে অবগত আছি যে, যখন খ্রিস্টবিশ্বাসীভক্ত কোন মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান হয়, তখন বলা হয় "স্বর্গীয় দূতমণ্ডলী তোমাকে স্বর্গে নিয়ে চলুন"...। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞায় এবং সদিচ্ছাগুণে তাঁর সৃষ্ট মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন করেন, আর্শ্চযকাজ করেন তাঁর সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ইচ্ছা করলে কারও কোন সহায়তা ছাড়াই সব-কিছু করতে পারেন, কেননা তিনি যা আদেশ করেন সেটাই ঘটে। তথাপি তিনি আত্মিক সত্তা (দূতগণ) যারা তার সাথে বাস করে, তাদেরকে ব্যবহার করে মানুষের কাছে বিভিন্ন সময়ে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করেন। তিনজন মহাদূতের কর্মদায়িত্ব সম্পর্কে যা জানা যায় সংক্ষেপে তা হল:

মহাদূত মিখায়েল বা মাইকেল (Archangel Michael): মহাদূত নামের অর্থ "যিনি ঈশ্বরের মত"। আমরা জানি যে, আদম-হবা সর্পরূপী শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে ঈশ্বরের সমান বা ঈশ্বরের মত হতে চেয়েছিল। একই ভাবে দূতগণের মধ্যে লুসিফের এবং তার সঙ্গীগণ মহান ঈশ্বরের সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা ঈশ্বরের মত হওয়ার বাসনা করেছে এবং সেকারণে তারা আদম-হবার মত অবাধ্য হওয়াতে ঈশ্বর মহাদূত মাইকেলের মধ্যদিয়ে তার শক্তি ও ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং লুসিফের ও তার সেই বিদ্রোহী সঙ্গীদেরকে পরাজিত করে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছেন। তাই মহাদূত মাইকেল জগত সংসারে শয়তান দ্বারা সকল প্রকার পরীক্ষা প্রলোভনে আমাদের সহায়তা করেন যেন আমরা শয়তানের প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে ধ্বংস হয়ে না যাই। মহাদূত মাইকেল আমাদের সাথে আত্মিকভাবে ও বাস্তবে উপস্থিত থাকেন যেন বিভিন্ন সময়ে পাপ-মন্দতা ও শয়তানের সমস্ত প্রলোভনের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াতে পারি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করতে পারি।

মহাদূত গাব্রিয়েল (Archangel **Gabriel**): আমরা সকলেই বাইবেলের পবিত্র নতুন নিয়ম থেকে জানি যে, পরমেশ্বর একদিন স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে পাঠালেন নাজারেথে একটি কুমারীর কাছে। কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া। পরম পিতা ঈশ্বর মারীয়াকে মুক্তি পরিকল্পনায় তাঁর একমাত্র পুত্র মুক্তিদাতা যিশুর মা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ব'লে তিনি মহাদূত গাব্রিয়েলকে সেই শুভ সংবাদ মারীয়াকে জানাতে নাজারেথে প্রেরণ করেছেন। মহাদূত প্রথমত: মারীয়াকে "প্রণাম মারীয়া" বলে সম্বোধন করেছেন এবং তার কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা, মুক্তিপরিকল্পনা অবহিত করেছেন। আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব যে, প্রতিদিন যখন আমরা দূতসংবাদ প্রার্থনা করি তখন আমরা দিনে অন্তত: তিনবার মহাদূত গাব্রিয়েলকে স্মরণ করি। সেই সাথে মহাদূত গাব্রিয়েলের ন্যায় আমরাও মারীয়াকে 'প্রণাম' বলে আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও মায়ের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করি। একই সাথে আমরা দেখি যে, কুমারী মারীয়ার জ্ঞাতিবোন এলিজাবেথের কাছেও গাব্রিয়েল দূত শুভ সংবাদ দিয়ে বলেছেন যে বৃদ্ধা বয়সেও তিনি একটি পুত্র সন্তানের (দীক্ষাগুরু যোহন) জন্ম দিবেন। এই ঘটনায় আমরা ধ্যান করি দু'টি আশ্চর্যকাজ। কুমারী মারীয়ার গর্ভে কোন পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়া মুক্তিদাতার জন্ম এবং দ্বিতীয়ত: বৃদ্ধা এলিজাবেথ সাধারণ নিয়মে যার সন্তান জন্মদানের কোন সম্ভাবনাই নেই, সেই বৃদ্ধা বয়সে পুত্রের জন্ম দিলেন। মহাদূত গাব্রিয়েলের মত আমরাও মানুষের কাছে প্রতিদিন আমাদের জীবন দিয়ে শুভ সংবাদ বহন করতে আহূত। তাই আমরা যেন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে প্রতিদিনের চিন্তায়-চেতনায়, ধ্যানে-জ্ঞানে, কথায়-কর্মে, জীবন যাপনে মানুষের মঙ্গলের জন্য শুভ কাজ, ভাল কাজ, সৎ কাজ, মঙ্গল-কল্যাণ কাজে আরো মনোযোগী ও সক্রিয় হয়ে ওঠি।

মহাদূত রাফায়েল (Archangel **Raphael**): মহাদূত রাফায়েল মানে হল যিনি নিরাময় বা সুস্থ করেন। পবিত্র বাইবেলে আমরা অনেক ঘটনা দেখি যেখানে ঈশ্বর অনেককে সুস্থ বা নিরাময় করেছেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দেখি, তোবিতকে তার অন্ধত্ব থেকে নিরাময় করা এবং তার পরিবারের ভাগ্য ফিরিয়ে দেয়া। একই ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু যোবকে তার অসুস্থতায় সুস্থ করেন, যারা কুষ্ঠরোগে পীড়িত ছিলেন তাদেরকেও সুস্থ করেন। সিলোমের জল হঠাৎ নড়ে উঠলে যে প্রথমে সেখানে যেতে পারতো, সেই সুস্থ হয়ে উঠতে এবং সেই জল মহাদূত রাফায়েল নাড়িয়ে দিতেন বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই ঈশ্বর নিরাময় করেন, বিভিন্ন দুরোগ্য ব্যাধিতে অনেক মানুষকে সুস্থ করেন এবং বিশ্বাস করা হয় যে তিনি মহাদূত রাফায়েলকে দিয়ে সেই আশ্চর্য কাজ করেন। মহাদূত রাফায়েলের ন্যায় ঈশ্বর আপনাকে, আমাকেও ব্যবহার করেন এবং করতে চান। সাধু পল যেমন করিন্থীয়দের পত্রে বলেন, "পবিত্র আত্মা বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন আত্মিক শক্তি দান করেন। কাউকে কথা বলার ক্ষমতা, কাউকে প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণার ক্ষমতা, আবার কাউকে রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা... "। তাই আমরাও নিজেরা যদি অন্তরে সত্যময় ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করি, তাঁর উপস্থিতিতে জীবন যাপন করি এবং দূতের মত বাহক হয়ে হতাশাগ্রস্তের কাছে আশার বাণী, ভীতজনের কাছে সৎসাহসের বাণী, পাপের অন্ধকারে পড়ে আছে যারা তাদের কাছে খ্রিস্টের আলো ও ভালবাসার বাণী বহন করে নিয়ে যাই, তবে ঈশ্বর আমাকে, আপনাকে ব্যবহার করে অনেককে নিরাময় করেন, শক্তি, সাহস, সান্ত্বনা এবং শান্তি দান করেন। প্রতিদিনের জীবনে রক্ষকদূতের কাছে প্রার্থনা করে রক্ষা পাওয়া এবং স্বর্গে বিরাজমান দূতমণ্ডলীর ন্যায় ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রণত হওয়া, ঈশ্বরের মহিমা বন্দনা করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানের পরিচয় ও সাক্ষ্যবহন করতে পারি॥

বিশেষ প্রতিবেদন

সিলেট ধর্মপ্রদেশের ১১তম পালকীয় সম্মেলন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

চন্দন রোজারিও ◻ "খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে ও গুণগত শিক্ষায় একসাথে পথ চলা" এই মূলসুরের উপর ভিত্তি করে গত ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বিশপ ভবন, পরগণা বাজার, সিলেট ধর্মপ্রদেশের ১১তম পালকীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, ১৬জন যাজক, ২জন সেমিনারীয়ান, ২০জন সিস্টার ও ৯০জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী নৃত্য ও ফুল দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

শ্রদ্ধেয় বিশপ পালকীয় সম্মেলনের লগো উন্মোচন ও সেই সাথে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। একই সাথে ৭টি ধর্মপল্লীর প্রতিনিধিগণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। স্বাগত বক্তব্যে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ বলেন, "এ বছর সম্মেলনের মধ্যে আমাদের বিশ্বাস কিভাবে আরো বৃদ্ধি করব, সে বিষয় নিয়ে পরস্পরের সাথে আলোচনা করব। মণ্ডলী আমাদের এবং এই মণ্ডলীর মস্তক হচ্ছেন খ্রিস্ট। তিনি হচ্ছেন আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি, শক্তি ও উৎস। আমরা বিশ্বাসী হয়েছি, দায়িত্ব পেয়েছি, মনোনীত হয়েছি, অভিষিক্ত হয়েছি ও খ্রিস্টের বিশ্বাসী শিষ্য বা অনুসারী হিসেবে মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্রতী হতে এবং তাঁর সাক্ষ্য দিতে।

এরপর, ১১তম পালকীয় সম্মেলনের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের প্রকিউরেটর ফাদার যাকোব জনি ফিনি ওএমআই। লগোর ব্যাখ্যা করেন ফাদার ব্রাইন চঞ্চল গমেজ। তিনি বলেন, "খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে ও গুণগত শিক্ষায় একসাথে পথ চলা" প্রতীকি চিহ্ন হিসেবে বাইবেল ও শিশু রাখা হয়েছে। আদিবাসী শিশুদের ছবি দেয়া হয়েছে যেখানে আমাদের জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বাইবেল হচ্ছে আমাদের ধর্মশিক্ষা ও বিশ্বাসের ভিত্তি। শিশু দুইজন হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর এক আদর্শ সুশিক্ষিত মণ্ডলী যারা বিষয়ক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে।

১ম অধিবেশনে বিশপীয় ভক্তজনগণ কমিশনের পক্ষ থেকে রিতা রোজলীন কস্তা ও শিখা রাণী হালসনা উপস্থাপনা রাখেন। তারা প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে একজন আদর্শ খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের চিন্তা-চেতনা ও করণীয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন রাখেন পরস্পরের সাথে আলোচনা করার জন্য। প্রশ্নের আলোকে আলাপ আলোচনার পর রিতা রোজলীন কস্তা বলেন, খ্রিস্ট বিশ্বাসের গভীরতায় আমাদের যাত্রা করতে হবে কারণ আমাদের বিশ্বাস হালকা হয়ে গেছে। একটা সুন্দর সমাজ, সুন্দর পরিবার গঠন করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা আদর্শ খ্রিস্টান হিসেবে সেই আদর্শকে অন্য ধর্মের ব্যক্তিদের কাছে উপস্থাপন করতে পারি।

এরপর একটি শর্ট ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। যেখানে পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে নারীরা যে বৈষম্যের স্বীকার হয় তা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া তিনি বলেন, সমস্যা যতো বড়ই হোক না কেন, আমরা জয়ী হবোই। আমরা জ্ঞান অর্জন করে, দক্ষতা অর্জন করে, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তন করতে পারি। সমস্যা ও কঠিন বাস্তবতা আমাদেরকে আরো শক্তিশালী হতে, দক্ষ হতে সহায়তা করে।

এরপরে ছিল বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও কমিশনের প্রতিবেদন পাঠ ও উপস্থাপনা।

২য় দিন ১ম অধিবেশনে মূলসুরের উপর সহভাগিতা রাখেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। তিনি বলেন, আমরা এক সাথে পথ চলতে চাই। যিনি ঘুমন্ত তাকে জাগাতে হবে। একত্রে পথ চলা এখান থেকেই শুরু হোক। সিলেট ধর্মপ্রদেশের কৌশলগত পরিকল্পনায় (২০১৭-২০২৬) ৮টি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই ১০ বছর ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী এই লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিবে। এখন পর্যালোচনা করার বিষয়, আমরা কতটুকু লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি।

তিনি বলেন, এই বছর আমরা পালকীয় সেবা, গঠন ও শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করবো। প্রত্যেক ধর্মপল্লী, পুঞ্জি, বাগান ও গ্রামে ধর্ম ক্লাস পরিচালনা করা জরুরি। ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন করা হচ্ছে কিন্তু হয়তো যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে হচ্ছে না। তাই আগে নিজেদের পরিষ্কার ধারণা নিতে হবে। বাণী প্রচার করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। বিশ্বাসের জীবন যদি জীবিত থাকে তাহলে সেটা বৃদ্ধি পাবে। গাছ যেমন মাটির সাথে যুক্ত থাকে, বিশ্বাসের জীবনেও তেমনি আমাদের যুক্ত থাকতে হয়। যুক্ত থাকার ফলেই বিশ্বাসের জীবনে পূর্ণতা আসে। এই পূর্ণতার পথেই আমাদের যাত্রা।

খ্রিস্ট বিশ্বাস আমাদের কাছে দাবি করে, পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার। পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হলে আমরা সমস্ত কিছুকে ভেদ করে, শক্তিশালী হয়ে পথ চলতে পারি। ২য় ভাতিকান মহাসভা জোরালো দাবি জানায়, মণ্ডলী যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা নবায়িত হয় ও পরিচালিত হয়। যেখানে বিশ্বাস জীবিত নয়, সেখানে যিশু আহত, ক্রুশবিদ্ধ।

২য় অধিবেশনে সিলেট ধর্মপ্রদেশে মিশন স্কুলে মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ের উপর ফাদার ব্রাইন চঞ্চল গমেজ সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, সার্টিফিকেটধারী বা পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকের চেয়ে আমাদের প্রয়োজন প্রাচীন পণ্ডিতদের মতো জীবন শিক্ষায় শিক্ষিত মানসম্মত শিক্ষক। এছাড়া তিনি স্কুলের বর্তমান অবস্থা, শিক্ষাদানের সীমাবদ্ধতা, ও মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন।

এরপর নির্দিষ্ট দলে দলীয় আলোচনার জন্য ফাদার, সিস্টার, অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ৮টি দল গঠন করা হয়। দলীয় আলোচনার পর দলভিত্তিক রিপোর্ট উপস্থাপনা করা হয়।

৩য় দিনে ধর্মপল্লী ভিত্তিক বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ধর্মপল্লী ভিত্তিক দলীয় আলোচনা করা হয়। কর্মপরিকল্পনার মধ্যে ছিলো বিশ্বাসের গঠন বিষয়ক ২টি সিদ্ধান্ত এবং শিক্ষা বিষয়ক ২টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ তার সহভাগিতায় বলেন, "আর্থিক দিক দিয়ে বলিয়ান হওয়া থেকে আধ্যাত্মিকতায় বলিয়ান হতে হবে, যেন মনের সংকির্ণতা দূর করতে পারি। নিজের জায়গায় থেকে যা আছে তা দিয়ে কাজে লাগাতে পারবো। এলপিটি ও অন্যান্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় পালকীয় যত্ন করা হবে। সমন্বিতভাবে যুক্ত থেকে এই পরিকল্পনার চেতনা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাব খ্রিস্টকে সঙ্গে নিয়ে।

সিলেট ধর্মপ্রদেশের ১১তম পালকীয় সম্মলনে ফাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণ তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তারা প্রত্যেকে তাদের সংক্ষিপ্ত সহভাগিতায় এই বছরের মূলসুরের আলোকে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তসমূহকে সাধুবাদ জানান এবং একই সাথে সম্মেলন থেকে শিক্ষনীয় বিষয় নিয়ে একসাথে পথ চলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখেন।

এরপর, সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ ধন্যবাদের পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। ১১তম পালকীয় সম্মলনে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা ছিল॥

ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

ছোট ছোট বালু কণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল। এই বাক্যটি যেন ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার জন্যই রচিত। তিনি ফ্রান্সের আলেনসন শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও যেন স্বর্গীয় উদ্যানে এক সুরোভিত গোলাপ হয়ে ফুটে আছেন। ছোট্ট তেরেজা, বয়েসের বাঁধা থাকা সত্ত্বেও মাত্র বার বছর বয়সে কার্মেল আশ্রমে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ ও প্রার্থনা ছিল, যিশুর চরণে নিবেদিত এক একটি ফুল। প্রতিদিন নতুন নতুন ফুল বেদিতে দেওয়ার সাথে সাথে তিনি নিজেকেও যিশুর বেদীমূলে উপহার হিসেবে উৎসর্গ করতেন। কোন কাজকেই তুচ্ছ বলে অবহেলা করেননি। কাপড়-চোপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, ঘর পরিষ্কার করা, রান্নার কাজ তিনি অতি যত্নে করেছেন। ছোট ছোট কাজ ভালোবাসা নিয়ে করতেন। এজন্যই ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাঁর গভীর অধ্যাত্ম সাধনায় বলেছেন, 'ভালোবাসাই সব।' এমন কি দারোয়ানের কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি নিজেই বলতেন, "আমার যেটুকু সমর্থ ছিল সে অনুসারে ভগিনীদের জন্য সবরকম ছোট ছোট সেবা কাজ সম্পন্ন করতাম"। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা চেয়েছিলেন একজন মিশনারী হতে। তাই তো তিনি কার্মেল আশ্রমে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও ভালোবাসা ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে হয়ে উঠেছেন মিশনারীদের প্রতিপালিকা। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার মূল ও বিশেষ আধ্যাত্মিকতা হলো তাঁর ক্ষুদ্র পথ। তিনি এই শিক্ষা দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করতে হলে কোন অলৌকিক ক্ষমতার দরকার নেই। শুধু চাই দৈনন্দিন কাজে যিশুর কাছে শিশুসুলভ সরল আত্মসমর্পণ। তিনি জোর দিয়ে বলতেন, আধ্যাত্মিক পথে চলতে হলে আমাদেরকে হতে হবে 'নম্র, অন্তরে দীন এবং সরল'। তাঁর জীবনের ছোট ছোট পুণ্যগুণগুলোই তাকে বড় করে তুলেছে।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২ জানুয়ারি ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল লুইস মার্টিন ও মায়ের নাম জিলিই গুইরিন। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার নবম ও সর্বশেষ সন্তান। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা মাত্র চার বছর বয়সে মাকে হারান। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার বয়স যখন তিন বছর তখন থেকেই তিনি ঈশ্বরের নিকট আত্মদান করেন। তেরেজা পরবর্তীতে তাঁর বাল্য স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছিলেন, 'আমার ছোটবেলার একটি স্মৃতি মনে পড়ে। আমি আমার এ সংকল্প কখনো পরিবর্তন করিনি।' ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাবা লুইস মার্টিন ও বোন সেলিনার সাথে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা রোম তীর্থ করতে যান। এসময় পোপ ছিলেন ত্রয়োদশ লিও। পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্বটি ছিল তাঁর জন্য এক পরম পাওয়া এবং আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতা। সাক্ষাতকালে পনের বছর বয়সী ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা পোপের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন যেন পনের বছর বয়সেই তিনি লিসিও কার্মেল সন্ন্যাস সংঘে যোগদান করার সুযোগ

ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা

পান। পুণ্যপিতা উত্তরে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজাকে বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে তুমি নিশ্চয় প্রবেশ করবে।' অবশেষে ৯ এপ্রিল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা কার্মেলাইট নব্যালয়ে প্রবেশ করেন। এভাবেই যিশুর ক্ষুদ্র ফুল তেরেজা তাঁর জীবন সাধনায় যিশু প্রেমের ক্ষুদ্র পথটি ধরেছিলেন সিদ্ধি লাভের জন্যে। তিনি তাঁর ক্ষুদ্র জীবনে প্রতিদিন ক্ষুদ্রতার মধ্যদিয়ে মহোত্তম এক পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন।

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা মারা যান। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মাত্র নয় বছর লিজিয়ের কার্মেল সংঘে ছিলেন। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা মারা যাওয়ার এক কি দু'মাস আগে একজন সন্ন্যাসিনী বলেছিলেন, 'আমি সত্যিই ভেবে পাচ্ছিনা মাদার প্রধান সিস্টার তেরেজা সম্পর্কে কি বলবেন কারণ তিনি উল্লেখ করার মত কোন কিছু কখনও করেননি'। তা সত্ত্বেও আজ তিনি আধ্যাত্মিক জগতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিরাজিত। শৈশব থেকেই ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা একজন সাধ্বী হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করতেন। এই লক্ষ্যে তাঁর সারা জীবনের সাধনা ছিল কি করে প্রেমময় ঈশ্বরকে আরও বেশি ভালোবাসা যায়। তাঁর জীবনের ক্ষুদ্র পথে তিনি দেখিয়েছেন সাধু-সাধ্বী হওয়া খুব কঠিন নয়। এর জন্য খুব বড় কিছুও করতে হয় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন সাধনায় আমরাও সাধু-সাধ্বী হতে পারি, যদি আমরা ছোট এবং সাধারণ কাজ করি বড় ভালোবাসা নিয়ে। তাঁর বোন সেলিন বলেছিলেন, 'তেরেজার মহত্তের উৎপত্তি তাঁর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম থেকে। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল অবিরামভাবে ছোট ছোট প্রায়শ্চিত করা। যেগুলো মানুষের চোখে পড়ে না কিন্তু ঈশ্বর দেখতে পান।' বিনম্র ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা বলেছিলেন, 'আমি যেন মানুষের চরণতলে থাকতে পারি এবং ক্ষুদ্র বালুকণার মত সকলের দ্বারা অবহেলিত থাকি।' পোপ একাদশ পিউস কর্তৃক ১৭ মে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাধ্বী শ্রেণিভুক্ত হন।

খ্রিস্টের বাণী প্রচারের জন্য ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার অন্তরে ছিল এক জ্বলন্ত বাসনা। তিনি মিশন দেশে কাজ করার আমরণ ইচ্ছা ছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমি চাই অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত একজন প্রেরিতশিষ্য হতে। আমি চাই প্রেরণকর্মীদের মঙ্গলের ও উৎসাহের জন্য আমার কষ্ট উৎসর্গ করতে।" একই ভাবে মৃত্যুর আগে তেরেজা বলেছেন, "প্রভুকে ভালোবাসা ও তাঁর ভালোবাসার তরে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আমার আর কোন আকাঙ্খা নেই। আমি স্বর্গীয় জীবন অতিবাহিত করতে চাই পৃথিবীতে মঙ্গল কাজ করার মাধ্যমে। আমি ভালোবাসা ছাড়া ঈশ্বরকে আর কিছুই দেই নি, তিনি আমাকে ভালোবাসাই ফিরিয়ে দেবেন।" ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ৩০ সেপ্টেম্বর হাতে ক্রুশ নিয়ে সেই ক্রুশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন "আহা তোমায় ভালোবাসি, ঈশ্বর আমার আমি তোমাকে ভালোবাসি।" এই ছিল সাধ্বী তেরেজার অন্তিম বাক্য। এগুলো উচ্চারণ করার সাথে সাথেই নিজেকে ঐশ ভালোবাসার অনন্ত শয্যায় সমর্পণ করলেন।

তথ্যসূত্র

১. রোজারিও, ফাদার আলবার্ট টমাসঃ "সাধু সাধ্বীদের জীবনকথা", জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ২০১৫।

২. কস্তা, ফাদার স্ট্যানলীঃ "জীবন নৈবেদ্য", জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ২০২১॥

বিলাপ

বন বিথির কবি

বিষণ্ন প্রহর অখাদ্যের সামিল
জং ধরা ঝলসানো লৌহ
যতটুকু রূপ বদলায়
প্রনেষ্টার মানচিত্রে দাঁড়িয়ে আমি তা
পারিনি।
কৈলাসবাসী নিরপেক্ষ সময়
জীবনের না পাওয়ার অনুচ্ছেদ সুশ্রী ভুলে
খুলে দেয় আশঙ্কার বেড়িবাঁধ
সাফল্যের অঞ্চল ফেরে দেখি
সবটাই চুরমার ব্যর্থতার ধারালো দাঁতে
জীবনে যে শরীর উৎপন্ন হয়নি
বার্ধক্যে কর্ষণ করে কি লাভ
মহামান্য আদালত আমাকে ক্ষমা কর॥

ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার জীবন-কথা

পিঞ্জর ভিক্টর গমেজ

একটি উজ্জ্বল প্রদীপ খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যায়। কেননা সেটি অন্যকে এতই আলো দেয় যে নিজেকেই নিঃশেষ করে দেয়। তেমনিভাবে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা হল আমাদের জন্য একটি উজ্জ্বল আলোকশ্বরী। কেননা তাঁর আয়ুষ্কাল পৃথিবীতে বেশি দিন ছিল না। মাত্র ২৪ বছরে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর এই অল্প সময়ে অতি সাধারণ জীবন যাপন করার মাধ্যমেও তিনি পবিত্রতার উচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন। তাঁর জন্ম ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি এলানকানেতে। বাবা-মার নাম লুইস মার্টিন ও জিলিই গুইরিন। তেরেজা ছিলেন নয় ভাই-বোনের মধ্যে বাবা-মার সর্বশেষ সন্তান। তাঁর নয় ভাই-বোনের মধ্যে চার জন খুব অল্প বয়সেই মারা যায়। বাকি পাঁচজন সকলেই ধর্মীয়-ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করে। তিনি খুব ভদ্র স্বভাবের ছিলেন। তাদের পরিবারটি ছিল একটি সুখী পরিবার এবং দেখা যায় তাদের এই আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসই তাদের প্রার্থনাশীল পরিবার। মাত্র চার বছরে তেরেজা তার মাকে হারান। যেটি ছিল তাঁর জীবনে একটি বিপর্যস্ত অধ্যায়। এরপর তিনি বাবার স্নেহে-যত্নে বেড়ে উঠেন। অল্প বয়স থেকে তেরেজার কঠিন রোগ ছিল। তিনি সবসময় উচ্চ স্নায়ুর চাপে ভুগতেন। শৈশব থেকেই তেরেজা মনে একজন সাধ্বী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন এবং তাঁর ধার্মিক বাবা তাঁর ভালবাসা ও তাঁর নিজের ভাল উদাহরণে সাধ্য অনুসারে তাকে উৎসাহিত করতেন। তেরেজা ছিলেন বাবার স্বযত্নে লালিত কন্যা। তেরেজা ছিলেন খুব সুন্দরী শিশু। তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা তাঁর বাবা ও বোনেরা প্রায়ই করতেন। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর কোনো অহংকার দেখা যায় নি। তেরেজার বয়স যখন ১৪ বছর তাঁর বড়দিদি তখন কর্মেলাইট কনভেন্টে প্রবেশ করেন। এর অল্প কিছুদিন পর তাঁর আরেক দিদিও তাঁর এই পথ অনুসরণ করে। কিছু কাল পার হতেই সবার ছোট তেরেজাও মনে এই ইচ্ছা পোষণ করেন। একের পর এক মেয়েদের এই সব সিদ্ধান্তের ফলে তাদের বাবা কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু যুবতী কন্যা তেরেজা তার সিদ্ধান্তে অটল। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে তেরেজা তার বাবা ও বোন সেলিনার সাথে রোমে তীর্থ করতে যান। এসময়ে পোপ ছিলেন ত্রয়োদশ লিও। পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্বটি ছিলা তার জন্য এক পরম পাওয়া এবং আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতা। তেরেজা পোপের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন যেন পনের বছর বয়সেই তিনি লিসিও কার্মেল সন্ন্যাস সংঘে যোগদান করার সুযোগ পান। এর একবছর পর পোপ তাঁর এই মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তাঁর অদম্য ইচ্ছাই তাকে জয়ী করলেন। তাকে বলা হল যখন তিনি পনের বছর পূর্ণ করবেন তিনি লিসিওতে কার্মেলাইট নব্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। এবং সেই স্মরণী দিনটি ছিল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল। কার্মেল জীবন ছিল অতি কঠোর নিয়মানুবর্তিতাই পূর্ণ কিন্তু তিনি সেই নিয়মগুলো খুব বিশ্বস্ত ভাবে পালন করতেন। তেরেজা কার্মেল সংঘের সিস্টার হয়ে পবিত্র ভাবে জীবনযাপন শুরু করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের তাকে নব্যালয়ের সহকারি পরিচালিকা রূপে নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্রত গ্রহণের আগে তিনি ঘোষণা করে ছিলেন, "আমি কার্মেল ধর্ম সংঘে এসেছি আত্মাদের মুক্ত এবং পুরোহিতদের জন্য প্রার্থনা করতে"। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে কুমারী মারীয়ার জন্মদিনে তেরেজা ধর্মীয় ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রত গ্রহণের দিনে পিতার চরণে প্রার্থনা রাখেন যেন তিনি যিশুর ক্ষুদে ফুল হতে পারেন এবং সকল মানুষ মুক্তি পেতে পারে। কোনো আত্মাই যেন ধ্বংস না হয়। কনভেন্টে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকাকালিন সময়ে তেরেজা বিচক্ষণ ভাবে তার ক্ষুদ্র পথ অনুসরণ করে পবিত্রতার পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। বাহ্যিক ভাবে তাকে অন্যদের মতো মনে হয়েছে কিন্তু আত্মিক ভাবে তিনি ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ অনুসরণকারি একজন সাধ্বীরই মতো। নিয়ম যত কঠিনই হউক না কেন বা পালন করতে কষ্ট হউক না কেন তিনি তা পালনের কষ্ট সহ্য করতেন। নিজের উপর তিনি অসহনীয় কষ্ট দিতেন ও প্রায়শ্চিত করতেন তাঁর পুরো জীবনটা ছিল কঠোর তপস্যার জীবন। তার আচরণ ছিল হাসি ঠাট্টা পূর্ণ। একারণে তিনি সবার কাছে প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল এই কার্মেল ভগ্নীর কাশি রোগ হয়। কাশি সঙ্গে গলা দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে তিনি বুঝতে পারেন পৃথিবীতে তাঁর জীবন শেষ হয়ে আসছে। এত রোগ শয্যাই থেকেও তেরেজা প্রত্যহিক রুটিন পালন করে থাকেন। যখন একে বারে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে তিনি সমস্ত কাজের দায়িত্ব পালন থেকে নিজেকে বিরত রাখতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রার্থনার জীবন সঠিক ও সুন্দর ভাবে চালিয়ে যান। একই ভাবে তিনি এত কষ্টে থাকা সত্ত্বেও মুখে সবসময় হাসি ফুটিয়ে রাখতেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ২৪ বছর ৯ মাস বয়সে সিস্টার তেরেজা মৃত্যুবরণ করেন। সেই সময় তার দেহ ছিল কাঙ্কাল সার এবং মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে তিনি এই অতি সাধারণ কথাগুলি বলেছিলেন, "ঈশ্বর আমার আমি তোমাক ভালোবাসি"। তার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তার নিজের বোন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তিনি অনন্ত শাস্তির ভয় পান কিনা? উত্তরে তেরেজা বলেছিলেন, ক্ষুদ্র সন্তান নরক যন্ত্রণাকে ভয় পায় না"। ছবিতে তেরেজা লিসিওর ছবি এভাবে আঁকা হয়েছে চারিদিকে গোলাপ ফুলের সমারোহে ক্রুশবিদ্ধ মূর্তিসহ ক্রুশটি ধরে আছেন। কেননা তার বিছানাই রাখা ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তির উপর সিস্টারদের মধ্যে একজন গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেন। তখন তেরেজা তার সিস্টারদের বলেন, "গোলাপের এই পাপড়ি গুলি রেখে দাও একটি পাপড়িও যেন হারিয়ে না যায় এই পাপড়ি গুলো একদিন সুখী হওয়ার জন্য কাজে লাগবে"। তেরেজার মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর একজন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর উপর পাপড়ি গুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং রোগীটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছিল। তার একটি সুন্দর উক্তি আছে যেটি তিনি বলতেন আধ্যাত্মিক পরিসংখ্যান তিনি বলেছিলেন শূন্য নিজে থেকে কোনো মূল্য নেই কিন্তু শূন্যের পাশে অন্য একটি বসালে সেটি খুব অর্থবোধক হয়। সব সময় শূন্যকে সঠিক জায়গায় বসাতে হয়। তা অবশ্যই পরে কোনো ভাবেই আগে নয়। তিনি ছিলেন আমাদের জন্য আর্দশ। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জন পল তাকে মণ্ডলীর আচার্য উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। এর অনেক আগেই পোপ একাদশ পিউস ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে সকল প্রেরণকর্মীদের প্রতিপালিকারূপে আখ্যায়িত করেন।। ~

কবি কবিতা: সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

যিশু বাউল

কবি কবিতার জন্ম দেয়
আপন ভুবনের চিন্তা-চেতনা
অনুভতি-অনুভব থেকে,
কবিতার চিরন্তন অনুভূতি সৌন্দর্য
সুখ-দুঃখ-কষ্ট বেদনার মাঝে
বেঁচে থাকে হৃদয়ের বসতি ঘরে।
সময়ের ধারাপাতে- কবিরও মৃত্যু হয়
মায়াময় পৃথিবীর বসতি কক্ষ থেকে,
কিন্তু কবিতা বেঁচে স্বপ্ন দেখার তাগিদে
নতুন সৃষ্টির ছন্দগানে, 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'
ভালবাসার পরশ নিয়ে উদিত সূর্য রাখে।
কবিতার মৃত্যু নেই, কবিতার বিনাশ নেই
চিরন্তন সৌন্দর্যলোকে কবিতা বেঁচে থাকে,
মানুষের সখ্যতা মাঝে, হৃদয়ের
জ্যোৎস্নালোকে।
কবিতা বেঁচে থাকে সন্তুষ্টি আনন্দ গানে
কবিতা বেঁচে থাকে অযুত বছর
মানুষের হৃদয় ভূমিতে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'।

দরিদ্রদের পিতা সাধু ভিনসেন্ট দ্য' পল

সাগর জে তপ্ন

দক্ষিণ ফ্রান্সের ছোট্ট একটি গ্রাম পুঁই। গ্রামটি ছিল বিলের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত। সেই গ্রামেই সাধারণ একটি কৃষক পরিবারে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে ভিনসেন্টের জন্ম। পিতা জান দ্য' পল এবং মাতা বার্ট্রান্ডি দ্য' মরাস-এর ছয় সন্তান ছিল। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে ভিনসেন্ট ছিলেন ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। ভিনসেন্ট ছিলেন পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান। কৃষক পরিবারে ভিনসেন্টের জন্ম আর মাত্র ছয় বছর বয়স থেকেই তাঁকে মাঠে শুকর চরাতে হতো। তিনি ছোট বেলা থেকেই বুদ্ধিমান ছিলেন। মায়ের কাছ থেকে শেখা "প্রণাম মারীয়া প্রসাদে পূর্ণা" গানটি ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গান। যেহেতু তাঁর গানের গলা ভাল ছিল সেহেতু তিনি মধুর সুরে এই গানটি গাইতেন। এছাড়াও তিনি "প্রভুর প্রার্থনা" ও "দূতের বন্দনা" প্রার্থনাগুলি আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন।

তিনি একজন বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে পড়ালেখার হাতেখড়ি নেন। শহরে পড়ার সময় একদিন তাঁর পিতা তাঁকে সুদূর গ্রাম থেকে দেখতে এসেছিলেন। তখন ভিনসেন্ট অহংকারের বশবর্তী হয়ে পিতার সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছিলেন; কারণ তাঁর পিতা একজন দরিদ্র কৃষক ছিলেন। অবশ্য বড় হয়ে তিনি এই ঘটনার কথা স্মরণ করে চোখের জল ফেলে পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, "আমি সেদিন বাবার সাথে কথা না বলে একটি বড় পাপ করেছি।" ফ্রান্সের সেসময়ের জনপ্রিয় যাজক এ কথা বলতে কখনো দ্বিধাবোধ করেননি: "আমি এক দরিদ্র কৃষকের সন্তান, মাঠে শুকর চরাতাম এবং আমার মা ছিলেন চাকরানী।"

ভিনসেন্টের সময় ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ চলছিল। সেই সময় মণ্ডলীর শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, ধর্ম পালনে বিরাগ, সেমিনারী বন্ধ হয়ে যাওয়া, পুরোহিতের স্বল্পতা-এই ধরণের ধর্মীয় সমস্যাগুলো মণ্ডলীর মধ্যে দেখা দিতে শুরু হচ্ছিল। অন্যদিকে দেশের মধ্যে দিনে দিনে বৃদ্ধ, অসুস্থ, অভাবগ্রস্থ, রুগ্ন ও দুর্বল মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল। যুবকদের মধ্যে অনৈতিকতা, বেকারত্ব ও হতাশা বাড়তে লাগলো। এই দুরাবস্থা ও সংকটময় পরিস্থিতি ও সমস্যা লাঘব করার জন্য তিনি পুরোহিত হবার মনোভাব পোষণ করেন। তাই তিনি যাজকাভিষেক লাভের জন্য বিশপদের কাছে অনুরোধ জানান। মাত্র ২০ বছর বয়সে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি অভিষিক্ত হন প্রায় অন্ধ এক বিশপের দ্বারা।

ফাদার ভিনসেন্ট একসসময় জানতে পারলেন যে এক বৃদ্ধ মারা যাবার আগে বেশ কিছু অর্থ সম্পদ তাঁর নামে রেখে গেছেন। উকিলের পরামর্শ নেবার জন্য এবং কিভাবে সেই টাকাগুলো পাওয়া যায় সেই উপায় বের করার জন্য তাঁর লিয়ন্‌স উপসাগর পাড়ি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু জলপথে ফিরে আসার সময় জাহাজ জলদূস্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাঁকে বন্দী করে ক্রীতদাস হিসেবে তিউনিশিয়ায় বিক্রি করা হয়। ফাদার ভিনসেন্ট ক্রীতদাস হিসেবে তিন জন মনিবের কাছে বিক্রি হন। ক্রীতদাস হিসেবে তিনি বারটি বছর অতিবাহিত করেন। ক্রীতদাসের বন্দীদশার জীবন কাটিয়ে তিনি প্যারিশে ফিরে আসেন। এরপর তিনি পোপের প্রতিনিধি'র সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। সেই পোপের প্রতিনিধি ফাদার ভিনসেন্টকে রোমে সঙ্গে করে নিয়ে যান। রোমে তিনি পোপের ফরাসী দূতের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। ফাদার ভিনসেন্ট রাজা ৪র্থ হেনরীর সাথেও কথা বলার সুযোগ পান যিনি তাঁকে পরবর্তীতে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ইতোমধ্যে ফাদার ভিনসেন্ট রাণী মার্গারিটা দ্য ভালুয়ার সহকারী যাজকদের দলে প্রবেশ করেন।

দরিদ্র, অসহায় ও নিপীড়িতদের সেবা করার জন্য ফাদার ভিনসেন্টের হৃদয় সদা প্রস্তুত ছিলো। একদিন একজন লোক ফাদার ভিনসেন্টকে অনেকগুলো টাকা দিয়ে যান। আর তাতে মানবসেবা ও দরিদ্রসেবার আকাঙ্খা পূরণ করার এক তীব্র বাসনা জাগলো তাঁর মনে। তাই পরের দিনই তিনি নিকটবর্তী হাসপাতালে সেই টাকা দান করে দেন। ফাদার ভিনসেন্টের সময়ে ফ্রান্সের নৌবাহিনীর ছিপ নৌকায় যে সমস্ত কারাবন্দী থাকতেন তাদের তিনি ভালবাসা ও যত্ন দিতেন। সেই সময় তিনি জাহাজের চ্যাপলিন নিযুক্ত হন। তিনি অনেকেই যারা কাথলিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন তাঁদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনলেন।

ফাদার ভিনসেন্ট বুঝতে পেরেছিলেন প্রকৃত ও নিস্বার্থভাবে মানবসেবা করতে হলে নিজেকে একজন প্রকৃত যাজক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাই তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ফাদার দ্য বেরুলের আধ্যাত্মিক পরিচালনা গ্রহণ করেন। গুরুর অনুপ্রেরণা পেয়ে ফাদার ভিনসেন্ট প্যারিশ নগরের প্রান্তসীমায় একটি ধর্মপল্লীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানেই তিনি প্রথমবারের মতো দরিদ্র ভক্তজনগণের কাছে আত্মদানের প্রকৃত সুখের পরিচয় লাভ করেন।

ফাদার ভিনসেন্ট তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ফাদার দ্য বেরুলের পরামর্শতেই পালকীয় দায়িত্ব ছেড়ে গণ্যমান্য গন্দী পরিবারের গৃহশিক্ষক হিসেবে কাজ করে। এই পরিবারটি ছিল সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী এবং কীর্তিমান। সেই পরিবারের ফিলিপ দ্য গন্দীর দুই ছেলের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। যদিও এ কাজের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহই ছিল না। তাঁর মন সব সময় পড়ে থাকতো দরিদ্রদের সেবার জন্য। তাই একদিন দরিদ্রসেবার আকর্ষণে তাড়িত হয়ে ফাদার ভিনসেন্ট গন্দী পরিবারের দূর্গ থেকে পালিয়ে যান এবং সাতিয়ং লে দম্ভ নামক একটি পরিত্যক্ত ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যদিও তিনি সেখানে বেশিদিন থাকতে পারেন নি। কিন্তু সেখানে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা তাঁর জীবনে এমন এক নতুন উপলব্ধি এনে ছিল যা তাঁকে নতুন পথ দেখিয়েছে।

একদিন তিনি রবিবারে খ্রিস্টযাগের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন; এমন সময় কয়েকজন লোক তাঁকে খবরটা দিলো যে একটি পরিবার অনাহারে অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে। তাদের দেখার মতো কেউ নেই। এই সংবাদ পেয়ে ফাদার ভিনসেন্ট তাৎক্ষণিক সেই পরিবারটির দিকে রওনা দিলেন। তাঁর যাত্রা পথে কয়েকজন নারীর একটি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল যারা ইতোমধ্যে সেখানে গিয়ে ফিরে আসছিল। আরও সামনে গিয়ে দেখলেন নারীদের আরেকটি দলও ফিরে আসছে। এ সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল। আর সেই সেবাকারী ও দয়ালু মহিলারা রাস্তার পাশে বিশ্রাম করছিল ও ঠাণ্ডা জল পান করছিল। তারা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলো। তাঁদের এই অসংগঠিত কাজের জন্য এই সব নারীদের একটি সংঘে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের জন্য "প্রেম সেবা সংগঠনের এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ" নামক একটি নিয়মাবলী বা সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধানের সার কথা হলো 'কীভাবে দরিদ্র পরিবার পরিদর্শন করতে হয়, কীভাবে পালাক্রমে ধারাবাহিক সেবাকর্ম পরিচালনা করা যায়, খ্রিস্টীয় প্রেমে কীভাবে রোগীদের সেবা করা যায় এবং দুস্থ-পীড়িতদের প্রতি সেবাকারীর আচারণ বিষয়ক বিভিন্ন দিক।

আরেকটি সামান্য ঘটনা যার ফলে তিনি সংঘ গঠন করার প্রয়োজন মনে করেন। একদিন একজন খোঁড়া ভিক্ষুক একটি শিশুর হাত ধরে ভিক্ষা করছেন। ফাদার ভিনসেন্ট সেই শিশুটিকে ভিক্ষুকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পুনর্বাসন কেন্দ্রে রাখলেন। তিনি এমন একটি জায়গা খুঁজতে লাগলেন যেখানে তিনি অনাথ আশ্রম গড়ে তুলবেন। তিনি টাকা সংগ্রহ করে অসুস্থ ও মানসিক রোগী মানুষের জন্য পুরাতন হাসপাতালকে নতুনভাবে গড়ে তুলেন।

তিনি সাধারণ ভক্তদের নিয়ে গঠিত এই সংঘের নাম দেন "ভালবাসা" বা "Charity"। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংঘটির কার্যক্রম সমগ্র ফ্রান্সে বিস্তার লাভ করে। যুবকদের বেকারত্ব মোচন করার জন্য তিনি বিশেষ শিক্ষা কর্মশালা আয়োজন করতেন। তাদেরকে দক্ষ মানুষ ও কর্মী হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সমস্ত ব্যয়ভার "ভালবাসা"র সংঘটি বহন করতো। প্যারিস নগরে শত

শত শিশুদের অবাঞ্ছিত মনে করে পরিত্যাগ করা হতো বা কাউকের গির্জার দরজার সামনে অথবা "Couche" বা "শয়ন-স্থান" নামক বিশেষ স্থানে ফেলে রাখা হতো। সেই সমস্ত অবাঞ্ছিত শিশুদের সেবা পরিচর্যা করার জন্য ভিনসেন্ট দ্য পলের সংঘের মহিলারা দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন। বন্দী ও ক্রীতদাস এবং সৈন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার জন্য জন্য ফাদার ভিনসেন্ট নিজেও নিয়োজিত ছিলেন। ফাদার ভিনসেন্ট মহান সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল্সের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। এই সাধুর পবিত্রতা, বন্ধুত্বতা ও ঘনিষ্ঠতা ফাদার ভিনসেন্টকে আকর্ষণ করেছিলো।

'ভালবাসা' সংঘটি ছাড়াও ফাদার ভিনসেন্ট "সেবাকারী ভদ্রমহিলা" (Ladies of Charity), "দয়াব্রতী কন্যাসংঘ" (Daughters of Charity) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভিনসেন্ট দ্য পলের শিষ্যরা "প্রেরণ কার্যের যাজকগণ" হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন।

মানব সেবার পাশাপাশি কাথলিক সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কাথলিক সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জান্সেনীয়বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ও চাপের ফলেই পোপ ১০ম ইন্নোসেন্ট এই ভ্রান্তমতবাদীদের নিন্দা করেছেন।

সাধু ভিনসেন্ট নিজেই দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। দরিদ্রতা কি তা তিনি ভালভাবেই জানেন। তাই তিনি দরিদ্রদের সেবা করার মধ্যদিয়েই ঈশ্বরকে সেবা করার পন্থাটি অবলম্বন করেছেন। সাধু ভিনসেন্ট নানা পন্থায় টাকা সংগ্রহ করতেন। যেমন ফ্রান্সের হোটেলে, রেষ্টুরেন্টে, ও ব্যাংকের সামনে তিনি দান বাক্স রেখে দিতেন। এছাড়াও লিফলেট ছেপেও তিনি টাকা সংগ্রহ করতেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছেন। তিনি রাজাকে যুক্তিতর্ক'র মাধ্যমে চল্লিশ হাজার ডলার গরীবদের জন্য দান করতে রাজী করাতে পেরেছিলেন। রাজা ত্রয়োদশ লুইস সাধু ভিনসেন্টকে অনেক সাহায্য করেছেন। রাজার মৃত্যুর পর রাণী ও অন্যান্য ধনী মহিলারাও ভিনসেন্টকে অর্থ দিয়েছেন। এই সব অর্থ সাধু নিজের জন্য নয় বরং দরিদ্রের সেবা করার জন্য ব্যয় করেছেন।

মানব সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফাদার ভিনসেন্ট দ্য পল ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় মারা যান। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ ক্লেমেন্ট তাঁকে "ভালবাসার সাধু" বলে ঘোষণা দেন। তিনি "দীনজনের প্রতিপালক"। সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল "দরিদ্রদের পিতা" বলে সর্বজন পরিচিত। তাঁর পর্বদিন ২৭ সেপ্টেম্বর পালিত হয়।

সাধু ভিনসেন্ট দ্য পলের অনুসারীদের মধ্যে বেশ কয়েজন মণ্ডলীতের তাঁদের সেবা কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে ভিনসেনশিয়ান যাজক ফ্রান্সিস রেজিস ক্লেট, ভিনসেনশিয়ান যাজক সাধু যোহন গাব্রিয়েল পের্বোয়ার, ভিনসেনশিয়ান যাজক খ্রিস্টশহীদ মাইকেল ঘেব্রে, ভিনসেনশিয়ান সংঘের সভ্য ধর্মপাল সাধু জাস্টিন ডি' জাকোবিস, সাধ্বী লুইজা দ্য মেরীলাক (দয়াব্রতী কন্যাসংঘের সহ-প্রতিষ্ঠাত্রী), সাধ্বী ক্যাথেরিনা লাবোরে, ধন্যা সিস্টার রোজালী রেন্ডু, ধন্যা সিস্টার যোসেফিন নিকোলি, সাধ্বী এলিজাবেথ এ্যান সেটন, ধন্য ফ্রেডেরিক অজানাম, ধন্য কন্টার্ডো ফেররিনী, ধন্য পিয়ের জর্জো ফ্রাস্সাতি, সাধ্বী জান্না বেরেত্তো মোল্লা উল্লেখযোগ্য। বর্তমান ধর্মপল্লীর সাধু ভিনসেন্ট দ্য পলের সংঘ ও সমিতির মধ্যদিয়ে সাধু ভিনসেন্ট আজও বেঁচে আছেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গারোল্লো, ফাদার সিলভানো (সম্পাদনা): সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল সেবাসংঘের সহচর, জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০১১ খ্রিস্টবর্ষ।

২. রোজারিও, ফাদার আলবার্ট টমাস: সাধু সাধ্বীদের জীবনকথা, 'সাধু ভিনসেন্ট ডি' পল', ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশন আর্চবিশপ হাউজ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৭॥ ৯

ঐক্য সেবা সমৃদ্ধি

বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
Bonpara Christian Co-operative Credit Union Ltd.
বনপাড়া পৌরসভা, ডাকঘর: হারোয়া, জেলা: নাটোর।
রেজি. নং- বড়াই ১/১৯৮৫ সংশোধিত ০৩/০৯, ০৬/১১
Phone & E-mail: ০১৭১৮৮৪০৫০৫, bonpara.credit@gmail.com

স্মারক নং- বিসিসিসিইউ ৮৪/২০২২ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিত সদস্য-সদস্যাবৃন্দ, সমবায়ী শুভেচ্ছা নিবেন। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৭ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ নিয়মিত মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৯টায় ক্রেডিট ভবন সংলগ্ন মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যথা সময়ে উপস্থিত থাকতে আপনাদের বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

(সুব্রত রোজারিও)
চেয়ারম্যান
বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

(শিল্পী ক্রুশ)
জেনারেল সেক্রেটারী
বনপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৭৮/২২

ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ক-২৯, সরকারবাড়ী (নীচতলা), নদ্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
স্থাপিত: ০৫/০৮/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, গভ. রেজি. নং: ০০৮৯৪/২০০৭

২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **২১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ** রোজ শুক্রবার, সকাল ১০টায় অত্র সমিতির **"২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** ডি'মাজেনড গির্জা প্রাঙ্গণে (প্রগতি স্বরণী, বারিধারা জে ব্লক, প্লট নং: ৫৮ এবং ৬০, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯) অনুষ্ঠিত হবে। রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং কোরাম পূর্তির জন্য আর্কষণীয় লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে।

অতএব, উক্ত তারিখ ও সময়ে সভায় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি/আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

আগস্টিন কস্তা
সভাপতি
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

দিপালী কস্তা
সম্পাদক
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

বিজ্ঞ/১৭৯/২২

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

মৃত্যুদণ্ড

বর্তমান বিশ্বে আজও যথেষ্ট মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হচ্ছে। বিশ্বে ১০০ টিরও বেশি দেশ থেকে মৃত্যুদণ্ড উঠে গেছে। অনেক দেশে খাতা কলমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় না। আমাদের বাংলাদেশে এবং বৃহৎ কিছু দেশগুলিতে যেমন- চীন, আমেরিকা ও ভারতে মৃত্যুদণ্ড চালু আছে। ভারত ও আমেরিকায় খুবই বিরল ক্ষেত্রে মৃত্যদণ্ড কার্যকর করা হয়। বিগত ২৫ বছরে ভারতে আট জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বেশিরভাগ দেশে গুরুতর অপরাধের জন্য চরম দণ্ড যা সারাজীবন কারাভোগ ব্যবহার করা হয়। চীন সরকারের গোপনীয়তা নীতির জন্য সে দেশে সম্প্রতিকালে কত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সঠিক কোন পরিসংখ্যান মেলে নি।

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে হিসাব অনুসারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইরান-২৫১, ইরাক-১০০, সৌদি আরব- ১৮৪, মিশরে-৩২, পাকিস্তানে-১৪। উল্লেখ্য যে গত মার্চের ১২ তারিখে সৌদি আরবে একই দিনে ৮১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এরা বিভিন্ন সন্ত্রাসী দলের সাথে যুক্ত, তারা সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিম্ন আদালত ফাঁসির আদেশ শোনালেও সে সব মামলা উচ্চতর আদালতে প্রায়ই শাস্তি রদ্ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে সাজা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়া থেকে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সে দেশ দুটোতে মৃত্যুদণ্ডের হার অনেক বেশি। গবেষকদের মতে সৌদি প্রশাসনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার হার অত্যন্ত বেশী। সেটা অনেক উদ্বেগের কারণ, বেশিরভাগ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের হাতে লাশ তুলে দেওয়া হয় না। এ মার্চে ৮১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪০ জন ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক মানবিক বিধান সংস্থা এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, সৌদি আরবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরি শাস্তি বিষয়ে প্রতিবাদ ও সমলোচনা করছে। রাষ্ট্রকুঞ্জের মানবাধিকার হাই কমিশনার একদিনে ৮১ জনের শিরচ্ছেদ করে হত্যার ব্যাপারে বলেছে যে এদের অনেককেই যথাযথ বিচার পায় নাই। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যে ধরনের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড হতে পারে তেমন জঘন্য অপরাধও তারা করেন নাই।

শরিয়া আইন সৌদি আরবের জাতীয় আইন। মাবিক রক্ষক সংস্থাগুলি উল্লেখ করছে যে, আসামীদের নির্মমভাবে মরধর করে আসামীদের স্বীকরোক্তি আদায় করা হয়। সেগুলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় এবং চরম সাজা দেওয়া হয়। সৌদি প্রশাসনের দাবি আসামীদের সকলেই ন্যাজ্য বিচার পায়, সেটা সবক্ষেত্রে সঠিক নয়॥

সূত্র: ওসমান মল্লিক

ঘর ভাড়া

নিচতলা ১ বেড রুম, ড্রইং, ডাইনিং, বাথরুম, কিচেনসহ অতিসত্তর ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগ করুণ

১৪৭/আই মণিকা হাউজ
মোবাইল নম্বর ০১৬৭১৮২৪০২৭

বিজ্ঞ/২৭৩/২২

বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২২" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন সজ্জায় প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতি কথা, স্বাস্থ সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গন) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, SutonnyMJ এবং ফন্টে windows 7-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তাছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মানসম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

বোন বাঁচালো ভাইয়ের প্রাণ

ফাদার আবেল বি রোজারিও

মিসেস কার্মেলের গর্ভে যখন ৫ম সন্তান এলো তখন সে তার স্বামীর সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিল এ সন্তানকে নষ্ট করবে। কার্মেল তার জা মেরীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলো। সবকিছু শোনার পর ডাক্তার বললেন আগামী বুধবার আপনারা আসেন, ৪০০ টাকা লাগবে। মেরী কার্মেলের বড় মেয়ে, ৭ম শ্রেণির ছাত্রী মিনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো। আচ্ছা, ঠিক আছে, কাকীমা আমিই মার সাথে যাবো, তোমাকে আর যেতে হবে না।

বুধবার কার্মেল খুব তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না শেষ করে বড় মেয়ে মিনাকে বললো আমি তোর মামার বাড়ি যাচ্ছি। তুই তোর বাবা, ভাই-বোনদের ঠিকমত খাওয়া দিস, আমি দুপুরের পরপরই ফিরে আসবো। মা, আমি তোমার সাথে যাবো, মিনার আবদার। মা মেয়েকে কোনভাবেই মানাতে পারলো না, মেয়ে যাবেই যাবে। শেষ পর্যন্ত মা-মেয়ে এক সঙ্গে রওনা হলো। অল্প একটু যেতে না যেতেই মেয়ে বললো- মা, তুমি কোথায় যাবে, তা আমি জানি। কোন চিন্তে নেই, আমিই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কাছে যে ৪০০ টাকা আছে, আমাকে দাও। অনেকটা জোড় করে মেয়ে মার কাছ থেকে টাকাটা নিলো। ডাক্তারখানায় এসে মেয়ে মাকে বললো- মা, তুমি এখানে বসো। আমি ভিতরে ডাক্তারের সাথে আলাপ করে, টাকাটা তাকে দিয়ে তারপর তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিব। মিনা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললো-ডাক্তার বাবু, আমার মা একাজ করবে না, সন্তান নষ্ট করবে না, এই যে আপনার ৪০০ টাকা। ডাক্তার তো অবাক। ডাক্তার ঐ টাকা রাখলেন না। মেয়ে বাইরে এসে মাকে বললো- ডাক্তার এ কাজ করবেন না, চলো আমরা বাড়ি যাই। পথে মেয়ে মাকে বলে- মা, আমাদের যে ভাই বা বোন আসবে, তার সেবা যত্নের ভার আমি নেব, আমি সব করবো, তুমি শুধু বুকের দুধ খাওয়াবে, তবুও সন্তান নষ্ট করতে দেবো না। মা আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলো না। পরে সময় এলে কার্মেলার ৫ম সন্তান; পুত্র সন্তান জন্ম নিলো। এভাবেই বোন তার ভাইকে বাঁচালো॥

বিরাং রুরাম
৬ষ্ঠ শ্রেণি
সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

বিনয়ী আকাশের সাথে গড়ে উঠে সখ্য

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া (বৃষ্টিরানী)

তার সাথে আমার দীর্ঘদিনের বসবাস-
তবুও আমাদের মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠেনি।
কাকডাকা ভোরে ঘুম ভাঙ্গা-
শয্যা ছাড়া-পুরানো নিয়মে বাঁধা পরা-
সংসার-সংসার আর সংসার
কেউ নেই এই নিয়ম ভাঙ্গার।
আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে সাজাই
সেই পুরনো আমি, কালজীর্ণ শরীর
অবসন্ন মন-
কোথাও তার দৃষ্টি পড়ে না।
চাকুরীটা বহু বছরের-
দাপ্তরিক কাজে নয়টা-পাঁচটা দিন পার-
রোজকার টেবিলে কাগজপত্রের ভীড়
বসের তাড়া-
মন বাঁধা থাকে ব্যস্ততার বাহুডোরে
এসবের মাঝে তার কথা মনে পড়ে না
কাজের সাথেই গড়ে তুলি মিতালী।
অভ্যাসটা বহুদিনের-
ঘরে ফিরেই রন্ধনের বন্ধনে জেঁকে বসা
কড়াই-খুন্তির ঝনঝন শব্দ
নেশা ধরানো মসলার ঝাঁঝলো গন্ধ
এসবের মধ্যে তার খোঁজও মেলেনা
বশ্যতা শিকার করি সংসারের কাজে।।
ক্লান্তির রোগটাও বহু পুরনো-
শরীর এলিয়ে পরে নরম বিছানায়
নিশ্চুপ সহবাস-তারপর গভীর নিদ্রা
ঘুমের ঘোরে মৃত অনুভূতির চলাচল
তার মিথ্যে আলিঙ্গনে আশ্রয় মেলা ভার।
তার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের বসবাস-
দুজনার মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠেনি এখনও-
দূরত্ব বেড়েছে দিন দিন, বয়সও থেমে নেই।
নতুন বাড়ি হয়েছে এবার,
ইটের পর ইটের গাঁথনি।
সুবিশাল ছাদের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসি।
স্বপ্নটা বহুদিনের-
মাথার উপর মস্ত আকাশ-
বিন্দু বিন্দু তারা, রূপালী আলোর শশী
এত বড় আকাশ আগে কখনো দেখিনি!
মেঘের বিপুল সমারোহে মুগ্ধতা বাড়ে।
আবেগটা প্রগাঢ় হতে থাকে
দ্বার খুলে যায় বন্ধ দুয়ারের
এক নিঃশ্বাস ভালোবাসা ঝরে পরে মেঘ থেকে
আকাশের নীল শাড়ি পরে নিজেকে অপরূপ লাগে,
মহাশূন্যের সাথে প্রেম গড়ে ওঠে, গভীর প্রেম।
এমন অনুভূতি আগে তো জাগেনি!
মেঘের হাতছানি-ঘরে না ফেরার আকুতি
মরে যেতে ইচ্ছে করে খুব-
দীর্ঘদিনের যাপিত জীবনে নতুন সাধ জাগে-
মিলনের সাধ, বন্ধুত্বের সাধ।
পুরনো স্মৃতি ম্লান হয়ে যায়-
সকল বেদন ঘর হুহু করে কান্নায় ভরে ওঠে
বিনয়ী আকাশের কোলে মাথা রেখে
তার সাথেই নতুন করে গড়ে ওঠে সখ্য॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সংলাপে উন্মুক্ত হোন এবং দরিদ্রদের পাশে থাকুন

-নতুন বিশপদের উদ্দেশে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস

পোপ মহোদয়ের সাথে নতুন বিশপদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পর্বটি অনানুষ্ঠানিক সভাতে পরিণত হলো যেখানে সকলে একই সার্কেলে বসে জীবনসাক্ষ্যদান, পরামর্শ ও দরিদ্রদের সেবা করার উৎসাহ দানের কথা বলেছেন। মিটিং এর শেষ দিনগুলোতে তারা শিখেন কিভাবে বিশপকে বিশপ হয়ে ওঠতে হয়। বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জের

বিভিন্ন স্থানের নতুন বিশপদের সাথে পোপ মহোদয়

মুখোমুখি হওয়া এবং কোন বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসতে হবে তা শেখার মধ্যদিয়ে।

পোপের 'বিশপ ও প্রাচ্য মণ্ডলী সংশ্লিষ্ট' বিষয়ক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত বিশপদের গঠন কোর্সের ২০০ জন নতুন বিশপ গত সোমবার (১৯/৯) ভাতিকানে সাধু ক্লেমেন্টের হলঘরে পোপ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। যেহেতু সভাটি নিজেদের মধ্যে ছিল; তাই পুণ্যপিতা ও বিশপদের মধ্যে খোলামেলা কথোপকথন হয়। ২য় সেশনের (১২-১৯ সেপ্টেম্বর) অংশগ্রহণকারীরা এ সময়ে পোপ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। ১-৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ১ম সেশন সম্পন্ন হয়, যার শুরুটা ছিল ভাতিকানসিটির সেক্রেটারী, কার্ডিনাল পিয়েত্র পারোলিনের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মাধ্যমে। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার আধিক্য ও করোনার বিধি-নিষেধ থাকায় দু'সেশনে কোর্সটি সম্পন্ন হয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ২য় জন পল কর্তৃক শুরু হওয়া ঐতিহ্য অনুসারে পোপ ফ্রান্সিসও কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিশপদেরকে গ্রহণ করেন। এ বছর এ কোর্সের মূলভাব হলো - 'বিশপদের সেবা: মহামারির পরে পরিবর্তনশীল যুগে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা'।

নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় পোপ মহোদয় প্রস্তুতকৃত কোন বক্তব্য রাখেননি। সান পাওলোর সহকারী বিশপ আঞ্জেলো আদেমির মেজ্জারি জানান, পোপ মহোদয় তাঁর বাণীতে সকলকে স্বাগত জানিয়ে দরিদ্রদের কাছাকাছি থাকার প্রয়োজনের কথা ভুলে যাবেন না, মনে রাখুন সকল কিছুই পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত এবং এই পৃথিবীর সকল কিছুরই যত্ন প্রয়োজন। তারপর পোপ মহোদয় তার ভাই পুরোহিতদের কাছ থেকে তাদের জীবনের গল্প, তাদের অবস্থা ও প্রয়োজনের কথা সরাসরি শুনতে চান। পোপ মহোদয়ের সাথে নতুন বিশপদের এই সাক্ষাৎকারটি ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট স্থায়ী ছিল।

ব্রাজিলিয়ান বিশপ মাওরোসিও দা সিলভা তাদের এই প্রশিক্ষণ কোর্সকে সহযাত্রিক মণ্ডলীর অবস্থান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কেননা এই সময়ে বক্তাগণ পোপ মহোদয়ের বিভিন্ন শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেন ও পরে সমবেত সকলের মতামত গ্রহণ করেন। স্থানীয় বাস্তবতায় অর্থাৎ ক্ষুদা, দারিদ্র, সংঘাত-সংঘর্ষ, সামাজিক অন্যায্যতা, অভিবাসী, রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য সংকট ইত্যাদি অবস্থায় শিক্ষাগুলো কিভাবে প্রয়োগিত হতে পারে। গঠন প্রশিক্ষণে পোপ মহোদয়ের লেখাসমূহ বিশেষভাবে ভালোবাসার আনন্দ, সকল ভ্রাতৃ সকল এবং তোমার প্রশংসা হোক-গভীরভাবে আলোচনা হয়। এরপর পোপীয় শাসনামলের কিছু মাইলফলকসমূহ যথা - পরিবার ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ আলোচনায় আসে। এই প্রশিক্ষণ একটি সুযোগ সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন ধারাকে একসাথে চলতে এবং আমাদেরকে নিজ ডায়োসিসে মানুষের পালক হয়ে ওঠতে বিভিন্ন ধারণা দিয়েছে।

মিশন দেশের নতুন বিশপদের সাথেও পোপ মহোদয় ১৭ সেপ্টেম্বর দেখা করেন। মঙ্গলবাণী ঘোষণা বিষয়ক পোপীয় বিভাগ তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। নিজেদের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনায় পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, বিশপরা যেন প্রভু যিশুর সাথে তাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করেন এবং একইসাথে তাদের বিশপ ভ্রাতা ও যাজকদের সাথেও আর ভক্তজনগণের পাশেই যেন থাকে। ভক্তজনগণের প্রয়োজনে যেন সাড়া দেয়। নিজেকে প্রাধান্য না দিয়ে বা নিজেকে প্রচার না করে যিশুর আদর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে মঙ্গলবাণী প্রচারের আহ্বান রাখেন পোপ মহোদয়।

জুবিলী ২০২৫ এর জন্য গানের প্রতিযোগিতা শুরু

মঙ্গলবাণী প্রচার বিষয়ক পোপীয় বিভাগ জুবিলী ২০২৫ এর প্রস্তুতি পর্যায়ে জুবিলী গানের প্রতিযোগিতা শুরু করেছে যা সকলের জন্য উন্মুক্ত। জুবিলী গান রচনা করে তাতে সুর দেওয়ার আহ্বান রাখা হয়েছে। আগ্রহী ও উৎসাহী ব্যক্তিবর্গকে জুবিলীকে কেন্দ্র করে গান রচনা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। গানের কথার বিষয়টি জানতে ও ধারণা নিতে প্রদত্ত লিংঙ্কে প্রবেশ করুন; (https://www.iubilaeum2025.va/en/inno.html)।

উপাসনায় ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেই গানটি রচনা করতে হবে এবং গির্জার সমবেত কোন এক ভক্তমণ্ডলী বা গানের দল গানটি পরিবেশন করতে পারবে। আগামী ২৫ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তা জমা দিতে হবে।

মঙ্গলবাণী প্রচার বিষয়ক পোপীয় বিভাগ জুবিলী গানের প্রতিযোগিতার জন্য কিছু শর্ত দিয়েছে, সেগুলো হলো-

১) কম্পোজিশনটি অবশ্যই মৌলিক ও পূর্বে অপ্রকাশিত হতে হবে এবং গানের দলের অলংকরণের সুযোগ যোগ করতে হবে ৪ প্রকারের সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে।

২) অংশগ্রহণকারীদের অবশ্যই তাদের কণ্ঠস্বরের ও অর্গানের স্কোর জমা দিতে হবে এবং তাদের গান জমাদানের জন্য কোন অর্থ দেওয়া হবে না। কোন কনসার্টে বা পাবলিক সমাবেশে কিংবা মিডিয়াতে গানটি আগে প্রচার করা যাবেনা।

৩) অন্যান্য শর্তাবলী প্রদত্ত লিংঙ্কে দেওয়া আছে: Jubilee 2025 Hymn competition

৪) আবেদন পত্রটি নিচের লিংঙ্ক থেকে জানুয়ারি ১৬, ২০২৩ থেকে মার্চ ২৫, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ডাউনলোড করতে ও জমা দিতে পারবেন: www.iubilaeum2025.va/en/inno.html.

- তথ্যসূত্র : *news.va*

বড়দিন উপলক্ষে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান

❖ আপনি কি লেখালেখি করেন?
❖ আপনি কি নাটক লেখেন?
❖ আপনি কি আসন্ন বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
❖ তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন। স্ক্রিপ্টে থাকবে যিশুর জন্ম-কাহিনীকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক/অনুষ্ঠান।
❖ আরও থাকবে : নাচ, গান, বাণী।

স্ক্রিপ্ট আগামী ৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ অথবা তার পূর্বে, নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপটি নিয়ে কাজ করা হবে। স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

খুলনা ধর্মপ্রদেশে যশোর ও শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে উপাসনা বিষয়ক সেমিনার

ফাদার নরেন জে বৈদ্য ▯ খুলনা ধর্মপ্রদেশের উপাসনা কমিশনের আয়োজনে গত ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে, যিশুর পবিত্র হৃদয়ের গির্জা, যশোর ধর্মপল্লী ও পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে ‘পুণ্য উপাসনায় খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণ’ মূলসুরের উপর উপাসনা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র ও পাড়া থেকে যুবক-যুবতী, ওয়াইসিএস ছাত্র-ছাত্রী, ক্যাটেখিস্ট ও গ্রাম্যকমিটির প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে গির্জার গেট থেকে ব্যানার নিয়ে গান ও শ্লোগানের মাধ্যমে শোভাযাত্রা করে সমবেত সকলে গির্জায় প্রবেশ করেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাদার জেমস মন্ডল, ও ফাদার চন্দন জে বিশ্বাস ও ফাদার নরেন বৈদ্য। ফাদার নরেন বৈদ্য মণ্ডলীর আইনবিধি ৮৯৮ নং ধারা উল্লেখ করে বলেন যে, “খ্রিস্টীয় জীবনের উৎস ও চরম প্রকাশ হলো খ্রিস্টযাগ” “ভক্তগণ পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারের প্রতি সর্ব্বোচ সম্মান প্রদর্শন করবে। পুণ্যতম যজ্ঞবলী উৎসর্গে অংশ নিবে, ভক্তিসহকারে ঘন ঘন এ সংস্কার গ্রহণ করবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা সহকারে পূজা করবে।” মূলসুরের উপর বক্তব্য রাখেন ফাদার সেরাফিন সরকার, ফাদার জর্জ হরহে ও ফাদার নরেন জে বৈদ্য। অতপর মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে উপাসনা সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

উপাসনা বিষয়ক সেমিনারে শোভাযাত্রার একাংশ

স্কুল ডে (হলি ক্রস ডে) - ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

হিলারিউস মুরমু ▯ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ১৭ নম্বর ওয়ার্ড, বড়বনগ্রাম কুচপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাজশাহী’র আয়োজনে অর্ধ দিবসব্যাপী “স্কুল ডে-২০২২ (হলি ক্রস ডে)” অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন জনাব মোঃ জিয়াউল হক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, রাজশাহী বাংলাদেশ হলি ক্রস ব্রাদারস সুপিরিওর ব্রাদার ড. সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি; বিশেষ অতিথি ব্রাদার ফ্রান্সিস গ্যারী বয়লান সিএসসি; প্রধান বক্তা ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি; কারিতাস রাজশাহী’র আঞ্চলিক পরিচালক ডেভিড হেম্ব্রম এবং অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড রিবেরু সিএসসি। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ ব্রাদার অর্পণ ব্লেইজ পিউরিফিকেশন সিএসসি; ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া সিএসসি; ব্রাদার শংকর আলবার্ট কস্তা সিএসসি; ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ অসীম ক্রুশ এবং মিসেস মনিকা ক্রুশ। অনুষ্ঠানের প্রথমেই ছিল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। কুরআন তেলওয়াত, বাইবেল এবং গীতা পাঠ। স্কুল ডে উপলক্ষে বিশেষ দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা বাংলাদেশ তথা রাজশাহীসহ পৃথিবীর ১৮টি দেশে হলি ক্রস স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের গুরুত্ব, উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সবিস্তারে উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি নবনির্মিত স্কুল ভবন পরিদর্শন করেন। ছাত্রছাত্রী দ্বারা সাজানো শ্রেণিকক্ষগুলো পরিদর্শন করেন। তিনি তার বক্তব্যে রাজশাহীতে হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষা আলো ছড়িয়ে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানের মটোঃ “Educating Hearts and Minds.” এর উপর বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন। “স্কুল ডে-২০২২ (হলি ক্রস ডে)” উপলক্ষে কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে কুইজ প্রতিযোগিতা ও শ্রেণিকক্ষ সাজানো এই দুই ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

ভিটা বাড়ি ও জমি বিক্রয় হবে

নাগরী মিশনে ভুরুলিয়া গ্রামে (সাধু আন্তনীর গির্জার নিকটবর্তী স্থানে) একটি ভিটা বাড়ির উপযুক্ত জমি বিক্রয় করা হবে। শুধুমাত্র আগ্রহী আসল ক্রেতাগণ সরাসরি **যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ০১৮৪৬২১৭০৮১** (অনুগ্রহ পূর্বক জমির দালালবৃন্দ যোগাযোগ হইতে বিরত থাকুন)

- ধন্যবাদান্তে

দীপক রোজারিও

বিজ্ঞ/২৭৩/২২

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে পাপস্বীকার ও প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া □ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২, রোজ শুক্রবার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তেজগাঁও ধর্মপল্লী হতে মোট ১৯৩ জন শিশু পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে। পবিত্র সাক্রামেন্ত গ্রহণের জন্য দীর্ঘ মাস প্রস্তুতি শেষ হলে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে শিশুদের পাপস্বীকার শোনা হয়। ৯ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। খ্রিস্টযাগে আরও উপস্থিত ছিলেন পাল পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, সহকারী পাল পুরোহিত ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই এবং ফাদার গ্রেসি সিএসসি। উপদেশ সহভাগিতায় ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া শিশুদের কাছে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের গভীর তাৎপর্য তুলে ধরার প্রয়াসে সেন্ট জন ভিয়ান্নী ও ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার জীবন শিশুদের সামনে তুলে ধরে বলেন, সেন্ট জন ভিয়ান্নী যখন প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন, তখন সেই দেশে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্ম পালন নিষিদ্ধ ছিল। তাই বহুদূরে নির্জন স্থানে গিয়ে খ্রিস্টযাগে অংশ গ্রহণ এবং পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করেন এবং ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা প্রথম পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করার পর কেঁদেছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই এই পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত গ্রহণ অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদানকারী সকল ধর্ম শিক্ষক, অভিভাবক, গানের দল ও সকল স্বেচ্ছাসেবী দলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন॥

প্রথম পাপস্বীকার ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারী ছেলে-মেয়েরা

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখার যাত্রা শুরু

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখার ১ম সাধারণ সভা ও কমিটি গঠনের একাংশ

সুমন কোড়াইয়া □ শুভ সূচনা হলো বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের অঙ্গসংগঠন ‘বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখা’র। ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা ক্রেডিটের বিকে গুড হলে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখার প্রথম সাধারণ সভা ও কমিটি গঠন। বিসিএ সাংস্কৃতিক শাখা’র কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টাগণের নাম ঘোষণা করেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নির্মল রোজারিও।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখা’র কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন খ্রীষ্টফার পল্লব গমেজ, সহ-সভাপতি আগষ্টিন বিজয় গমেজ, সাধারণ সম্পাদক রিচার্ড অধিকারী, অর্থ সম্পাদক মার্ক দিলীপ মন্ডল, সঙ্গীত বিষয়ক সম্পাদক চম্পা মনিকা গমেজ, নৃত্য বিষয়ক সম্পাদক ঝোটন সিলভেস্টার ছেড়াও, অভিনয় বিষয়ক সম্পাদক রোজমেরী জয়ধর করবী, আদিবাসী সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক সাইলেন রিছিল, তথ্য ও দপ্তর সম্পাদক সুমন কোড়াইয়া, নির্বাহী সদস্য আইরিন ডি ক্রুজ, অখিলা ছেড়াও, মঞ্জু মিরিয়াম কস্তা ও বিন্দু সুমন রোজারিও।

উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচিত হন ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু, ইউজিন ভিনসেন্ট গমেজ, আলফন্স পঙ্কজ গমেজ, অনিমা মুক্তি গমেজ, সাবিনা শিপ্রা দাস (গমেজ), পাপড়ি আরেং ও দিপালী রড্রিক্স।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখা’র নবনির্বাচিত সভাপতি খ্রীষ্টফার পল্লব গমেজ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দেন। তিনি সাংস্কৃতিক শাখাকে ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে উপস্থিত সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। বিসিএ সাংস্কৃতিক শাখা’র উদ্যোগে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতারের কণ্ঠ শিল্পী ও বিশিষ্ট সুরকার সমর দাশের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হবে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখা’র পক্ষে ফুল দিয়ে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিওকে শুভেচ্ছা জানানো হয়॥

বিদায়ের ছয় বছর

প্রয়াত ঐশ্বী প্যাট্রেসিয়া ডি কস্তা
জন্ম: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মা-ঐশ্বী

তুমি ছিলে, তুমি আছ
তুমি থাকবে চিরদিন, আমাদের হৃদয় মাঝে।।

প্রকৃতি ও জীবন তার আপন গতিতেই চলবে এটাই নিয়ম। পৃথিবীর বড় বাস্তবতা হলো তার অতি আদরের জনকে হারানো। ঐশ্বী, মা তুমি কেমন আছো? তুমি স্বর্গে অনেক ভালো আছো এটা আমাদের বিশ্বাস। মা তোমার কি আমাদের কথা মনে পড়ে? তুমি কি আমাদের দেখতে পাও? তোমার শূণ্যতা, আমাদের জীবনে চলার প্রতিটি ধাপে অনুভূত হয় এবং নিজেকে অনেক অসহায় মনে হয়। যেখানেই যাই, যা কিছুই করি তোমার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। অনেক চেষ্টা করেও আমরা তোমাকে রাখতে পারিনি। বাগানের প্রিয় ফুলটি ঈশ্বরকে দিয়েছি ভেবে মনকে সান্ত্বনা দেই। এ বিশ্বজগত সংসারে তোমার উপস্থিতিতে আমরা ছিলাম অনেক আনন্দে। হঠাৎ একটা ঝড়ে সবকিছু শেষ হয়ে গেল। মাগো তোমার জন্য সারাক্ষণ মন কাঁদে। ঐশ্বীমণি তুমি কিভাবে আমার হাতটি ছেড়ে চলে গেলে, এভাবে চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারিনা মা। জানি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মৃত্যুই মানুষের শেষ ঠিকানা, একদিন সবাইকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, রাতের আকাশে কোটি তারার ভীড়ে তোমাকে খুঁজি আর তোমার সাথে কথা বলি। একদিন দেখা হবে অবশ্যই, সেই প্রতিক্ষায় আছি। তুমি স্বর্গের দূত, পিতা তোমাকে তাঁর শ্বাশতরাজ্যে স্থান দিয়েছেন। তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো আর সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করার শক্তি দিও মা। আমরা তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি মা। তুমি ভালো থেকো ঐশ্বীমা, অনেক অনেক ভালো থেকো।

তোমারই শোকাহত আমরা

বাবা-মা: ডেনিস ও রানী ডি কস্তা | মামা ও মামীর পরিবারবর্গ
ছোট বোন: ঐশ্বর্য ডি কস্তা | মহাখালী খ্রিষ্টান পাড়া

বিজ্ঞ/২৭৬/২২

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্রঃ শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com **বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-35

❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-৩৫
Regd. No. DA-33
❖ 25 September - 1 October, 2022, ১০-১৬ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

দি এমসিসিএইচএসএল অডিটোরিয়াম ও ক্যান্টিন

সভা, সেমিনার বা অনুষ্ঠান করুন নিশ্চিন্তে, আরামদায়কে, কম খরচে!

সোসাইটির অডিটোরিয়ামে যেসকল অনুষ্ঠানাদি করা যাবে

- বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি, সংঘ-সমিতির সভা-সেমিনার ও মিটিং করা।
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালা ও প্রদর্শণী অনুষ্ঠান।
- বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক গুণীজন সম্মাননা, বৃত্তি প্রদান, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, অরাজনৈতিক আলোচনা।
- সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান।
- বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গের স্মরণানুষ্ঠান।
- বিশিষ্ট লেখক, গবেষকবৃন্দের লিখিত গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান সাহিত্য সভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান (ব্যাণ্ড ব্যতিত)।
- ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুষ্ঠান।

অডিটোরিয়াম ব্যবহারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিম্নরূপ

- অডিটোরিয়ামে ১৫০ জনের আরামদায়ক আসন ব্যবস্থা।
- সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও কার্পেইন্টার সম্বলিত।
- নিজস্ব ক্যান্টিনের খাবার ব্যবস্থা ও ডেকোরেটর সমৃদ্ধ।
- লিফট সুবিধা।
- নিজস্ব জেনারেটর ব্যবস্থা।
- ১৫x৩.৫ ফুট মাপের ব্যানার টানানোর ব্যবস্থা।
- পোডিয়াম ১টি, স্টেইজ টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি।
- স্টেইজের মাপ: দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট, প্রস্থ ২১ ফুট।
- প্রজেক্টর ও এলইডি ২টি মনিটর স্ক্রিণ।
- মাইক্রোফোনসহ সাউণ্ড সিস্টেম।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

+৮৮ ০২.৫৫ ০২৭৬৯১-৯৪
+৮৮ ০২.৯৬ ০৯০ ০৬৬১১১

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১
মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

Web: www.mcchsl.org
info@mcchsl.org

বিজ্ঞ/২৭৪/২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org